RNI No. 71057/96

ভক্তের আবেগে সাড়া মিঠুনের

পৃষ্ঠা-৬

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০১ , কোচবিহার, শুক্রবার, ৯ জানুয়ারি-২২ জানুয়ারি, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 01, Cooch Behar, Friday, 9 January-22 January, 2026, Pages: 12, **Rs. 3**

কোচবিহারে এসআইআর আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য নির্বাচন কমিশনের ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (এসআইআর)-কে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোচবিহার জেলা। বিশেষত দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায় নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতা ও প্রশাসনিক চাপের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয় সূত্র অনুযায়ী, এই সপ্তাহে দিনহাটার ওকড়াবাড়ি এলাকায় সুভাষ চন্দ্র বর্মন (৪৫) নামে এক গৃহশিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, ২০০২ সালের নথিতে তাঁর স্ত্রীর তথ্যে সামান্য ভুল থাকায় সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি গত কয়েকদিন ধরে প্রচণ্ড মানসিক চাপে ছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, এই ভুলের কারণে

তাঁর স্ত্রীকে ডি-ভোটার বা নাগরিকত্ব হারানোর সংকটে পড়তে হতে পারে। এর আগে বামনহাটের পোয়াতুরকুঠিতেও এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর পেছনে এসআইআর-এর দুশ্চিন্তাকে দায়ী করেছে পরিবার।

তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, এই প্রক্রিয়া আদতে এনআরসি-র একটি প্রচ্ছন্ন রূপ যা মানুষকে হেনস্তা করছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এবং তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায় সাফ জানিয়েছেন, নথির সামান্য ত্রুটির জন্য মানুষকে শুনানি কেন্দ্রে ডেকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখা অমানবিক। অন্যদিকে, বিজেপি এই অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, এটি একটি রুটিন প্রশাসনিক কাজ এবং তৃণমূল পরাজয়ের ভয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

জেলার বিভিন্ন ব্লক অফিসগুলোতে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে বয়স্ক ও দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের শুনানিতে যোগ দিতে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে বিএলও-দের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগ ওঠায় নির্বাচন কমিশন থেকে কয়েকজনকে শোকজও করা হয়েছে।

কোচবিহারের প্রাক্তন ছিটমহল এলাকাগুলোতে এই আতঙ্ক সবচেয়ে বেশি। নথির ডিজিটাল ম্যাপিং-এ ভুলের জেরে প্রচুর ভোটারকে ‘আনম্যাপড’ হিসেবে চিহ্নিত করায় সাধারণ মানুষ দিশেহারা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদিও বলা হয়েছে যে সঠিক নথি থাকলে ভয়ের কিছু নেই, তবুও মৃত্যুর ঘটনায় কোচবিহারের রাজনীতি এখন সরগরম।

ডাকঘরে প্রদর্শনী ‘শতাব্দীপেক্স-২০২৬’

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কোচবিহারের প্রধান ডাকঘর। ১৯২১ সালে মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের হাতে যে ভবনের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল, ১৯২৬ সালে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের আমলে তার সমাপ্তি ঘটে। এবছর এই ঐতিহাসিক স্থাপত্যের ১০০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের হেরিটেজ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে এই ভবনটি।

এই বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতীয় ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে ৯ জানুয়ারি ও ১০ জানুয়ারি স্থানীয় পঞ্চানন স্মৃতি ভবনে আয়োজিত হতে চলেছে এক রাজ্য স্তরের ডাকটিকিট প্রদর্শনী, যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘শতাব্দীপেক্স-২০২৬’।

ডাকঘরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অজয় শেরপা জানান, এই প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য রাজ্য থেকে সংগৃহীত বিরল সব ডাকটিকিট প্রদর্শিত হবে। কোচবিহারের প্রবীণ সংগৃহীত নির্মলেন্দু চক্রবর্তীর মতে, বর্তমান ডিজিটাল যুগে নতুন প্রজন্মের কাছে ডাকটিকিটের গুরুত্ব ও ইতিহাস তুলে ধরা অত্যন্ত জরুরি। একটি ছোট্ট ডাকটিকিট যেমন দেশের পরিচয় বহন করে, তেমনই এই প্রদর্শনী মানুষকে এক অন্য জগতের হদিশ দেবে।

বিদ্যালয়ে অভিনব খাদ্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

নিশিগঞ্জ: শীতের মিষ্টি রোদে কোচবিহারের নিশিগঞ্জ এলাকা তখন সবে আড়মোড়া ভাঙছে। কিন্তু দেওয়ানবস আরএনএ উচ্চবিদ্যালয়ের অন্দরে ছবিটা ছিল একদম আলাদা। সাধারণ দিনে যেখানে বই-খাতার শব্দ আর ব্ল্যাকবোর্ডের খসখসানি শোনা যায়, বৃহস্পতিবার সেখানে শোনা যাচ্ছিল খুন্তি নাড়ার শব্দ আর মশলার সুবাস।

৮ জানুয়ারির সেই সকালটা ছিল পড়াশোনার গণ্ডি পেরিয়ে এক টুকরো আনন্দের খোঁজ। বিদ্যালয়ের বারান্দায় বসেছে সারি সারি স্টল। কোথাও বড় পাত্রে ধোঁয়া ওঠা ঘুগনি, কোথাও আবার কাঁচের বয়ামে সাজানো টক-ঝাল পেয়ারা মাখা। কিন্তু এই দোকানের মালিকরা কোনও পেশাদার বিক্রেতা নয়, তারা এই স্কুলেরই পড়ুয়া।

দশম শ্রেণীর এক ছাত্র যখন নিপুণ হাতে ঝালমুড়ি মাখাচ্ছিল, তখন পাশে দাঁড়িয়ে তার শিক্ষক পরম তৃপ্তিতে সেই খাবারের স্বাদ নিচ্ছিলেন। ক্লাসের গম্ভীর পরিবেশ তখন উধাও। পিঠে-পায়েস থেকে শুরু করে গরম গরম চপ কিংবা পুরি-ঘুগনি। পড়ুয়াদের হাতের জাদু চেখে দেখতে ভিড় জমিয়েছিল তাদেরই সহপাঠীরা। কেউ ক্রেতা, কেউ বিক্রেতা, কিন্তু সবাই বন্ধু।

শিক্ষাকে মজাদার করে তুলতে কোচবিহার-১ ব্লকের এই বিদ্যালয়ের অভিনব উদ্যোগ এক কথায় ছিল অনবদ্য। শিক্ষকরা মনে করেন, এই আয়োজন শুধু পেটপুজো নয়, বরং পড়ুয়াদের আত্মনির্ভরতা ও হিসাবনিকাশের এক বাস্তব পাঠ। ঘড়ির কাঁটা যখন ছুটির সংকেত দিচ্ছিল, তখন স্কুল প্রাঙ্গণে পড়ে রইল কেবল খালি পাত্র আর একরাশ তৃপ্তির হাসি। রুটিন ক্লাসের বাইরেও যে জীবন গড়ার এক বড় পাঠশালা লুকিয়ে থাকে, এই ‘খাদ্য উৎসব’ যেন তারই প্রমাণ দিয়ে গেল।

৩৭তম ব্লক ভাওয়াইয়া উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামঠেঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এক বর্ণাঢ্য ভাওয়াইয়া উৎসবের আয়োজন করা হয়। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাণভোমরা ভাওয়াইয়া গানকে কেন্দ্র করে মুখরিত হয়ে ওঠে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের এই রামঠেঙ্গা এলাকা। এদিন ৩৭তম ব্লক ভাওয়াইয়া উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব গিরীন্দ্রনাথ বর্মন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছে, ব্লকের মোট ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে প্রতিযোগী ও শিল্পীরা এই উৎসবে যোগ দেবেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বাবু জানান, গ্রামীণ প্রতিভাদের বিকাশ এবং ভাওয়াইয়া সংগীতের ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতেই প্রতি বছর এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিযোগীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এই উৎসবকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

শীত পড়তেই ভিড় পর্যটনকেন্দ্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: শীতের ছোঁয়া লাগতেই আলিপুরদুয়ারে বেড়েছে পর্যটকদের আনাগোনা। তারই সঙ্গে বক্সা টাইগার রিজার্ভে শুরু হয়েছে পর্যটকদের ঢল। জঙ্গলের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে সকাল থেকেই পর্যটকদের লম্বা লাইনে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত রাজাভাতখাওয়া টিকিট কাউন্টারে প্রতিদিনই চোখে পড়ছে পর্যটকদের দীর্ঘ সারি।

সূত্রের খবর, অধিকাংশ পর্যটকই কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে বক্সার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসেছেন। জয়ন্তী পাহাড়, ঘন জঙ্গল সাফারি ও পাহাড়ি পথ, সব মিলিয়ে বক্সার সম্পূর্ণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিতে আগ্রহী পর্যটকরা। বিশেষ করে নির্জন পাহাড়ের কোলে অবস্থিত জয়ন্তীতে রাত্রিযাপন করে প্রকৃতির নিঃশব্দ পরিবেশ ও নির্মল সৌন্দর্য উপভোগ করাই তাঁদের প্রধান আকর্ষণ।

প্রতি বছরই শীতের মরশুমে বক্সা টাইগার রিজার্ভ পর্যটকদের কাছে অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্যে পরিণত হয়। চলতি মরশুমেও তার ব্যতিক্রম নয়। পর্যটকদের ভিড় বাড়ায় খুশি স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

রসিকবিলে বিরল প্রজাতির ‘ব্ল্যাক হেডেড আইবিস’

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান পর্যটন কেন্দ্র রসিকবিল জলাভূমিতে চলতি বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা। গত ৫ জানুয়ারি সোমবার আয়োজিত বার্ষিক পাখি শুমারিতে দেখা গিয়েছে, গত বছরের তুলনায় পাখির সংখ্যা এবং প্রজাতি উভয়ই বহুগুণ বেড়েছে। এই খবরে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত পাখিপ্রেমী ও পরিবেশকর্মীরা। সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে দেখা মিলেছে বিরল প্রজাতির চারটি ব্ল্যাক হেডেড আইবিসের। গত বছর এই পাখিটি মাত্র একটি দেখা গিয়েছিল।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ‘ন্যাফ’ ও কোচবিহার জেলা বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে এই গণনা। এ বছর রসিকবিলে ৫৪টিরও বেশি প্রজাতির পরিযায়ী পাখির দেখা মিলেছে। মোট পাখির সংখ্যা সাত হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। গত বছর পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। নজরে এসেছে রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, ফ্যালকেটেড ডাক, স্মল প্রাটিনকোল, গ্রে হেডেড ল্যাপউইং, কমন টিল এবং বিভিন্ন প্রজাতির স্যান্ডপাইপার ও স্নাইপ। সোমবার সকালে বন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় নৌকায় চেপে জলাশয়ের বিভিন্ন প্রান্তে পাখি শুমারি চালানো হয়। কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় ও এডিএফও বিজনকুমার নাথের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু জানান, সময়মতো জলাশয়ের কচুরিপানা পরিষ্কার করার ফলেই পাখির সংখ্যা বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে ঝিলগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হলে পরিযায়ী পাখিদের সমাগম আরও বাড়বে।

তুষারপাত ও উত্তুরে হাওয়ার ‘ডবল অ্যাটাক’

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: পাহাড়ে লাগাতার তুষারপাত আর সমতলে ঘন কুয়াশার দাপট, এই দুইয়ের সাঁড়াশি আক্রমণে কার্যত জবুথবু উত্তরবঙ্গ। সিকিম ও দার্জিলিংয়ের উঁচু এলাকায় বরফ পড়তেই উত্তুরে হাওয়ার দাপট বেড়েছে, যার ফলে কালিম্পং থেকে কোচবিহার সর্বত্রই পারদ নিম্নমুখী। আবহাওয়াবিদদের মতে, এখনই এই হাড়কাঁপানো পরিস্থিতি থেকে নিস্তারের কোনও সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে তিনটি কারণে উত্তরবঙ্গে শীতের প্রকোপ চরমে পৌঁছেছে। এক পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে পাহাড়ে তুষারপাত ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, উত্তরের পাহাড়ের হিমেল বাতাস সরাসরি সমতলে আছড়ে পড়ছে। আর উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে আসা কুয়াশার চাদরে ঢাকা

পড়ছে জনজীবন।

এদিকে, সিকিমের উত্তর ও পূর্ব অংশসহ দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু ও ফালুটে সম্প্রতি তুষারপাতও হয়েছে। এই খবরে পর্যটকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে পাহাড়মুখী হলেও সমতলের বাসিন্দারা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বের হতে সাহস পাচ্ছেন না। শিলিগুড়িতে দিনের বেলা কিছুটা রোদ দেখা দিলেও বিকেলের পর থেকেই শুরু হচ্ছে হাড়কাঁপানো শিরশিরানি। সিকিমের কেন্দ্রীয় আবহাওয়া অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানিয়েছেন, আগামী ২-৩ দিন পরিস্থিতির পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। আকাশ পরিষ্কার হলে বিকিরণজনিত কারণে রাতের তাপমাত্রা আরও কমবে। তাঁর পরামর্শ অতিরিক্ত ঠান্ডায় বয়স্ক ও শিশুদের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় গাড়ি চালকদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা একধাক্কায় ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি কমেছে। ফলে বেলা বাড়লেও রোদের তেজ অনুভূত হচ্ছে না। সব মিলিয়ে, মাঘের শুরুতে উত্তরবঙ্গ জুড়ে এখন শুধু ‘সূর্যের খোঁজ’ এবং আগুনের ওম নিয়ে শীত কাটানোর লড়াই।

এসআইআর শুনানিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: এসআইআর শুনানিতে দুর্ভোগের অভিযোগ তুলে গত ২ জানুয়ারি শুক্রবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বিডিও অফিসের সামনে ঝাড়ু হাতে বিক্ষোভে সামিল হলেন এসআইআর শুনানির ডাক পাওয়া মহিলাদের একাংশ। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিজেপির প্ররোচনাতেই এসআইআর শুনানির নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এদিন বিক্ষোভ চলাকালীন বিজেপি নেতাকর্মীরা গ্রামে প্রবেশ করলে তাঁদের ঝাঁটাপেটা করে গ্রামছাড়া করার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিও অফিস চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

এই ঘটনায় বিজেপির দাবি, এই বিক্ষোভের নেপথ্যে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মদত রয়েছে। পাল্টা তৃণমূল কংগ্রেস সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এই ঘটনাকে ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। তুফানগঞ্জ-২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নিরঞ্জন সরকার বলেন, “এসআইআর শুনানিতে ডাক পাওয়া সাধারণ মানুষই বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এখানে শাসকদলের কোনও মদত নেই। সাধারণ মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার ফিরে পেতে চাইছেন। বিজেপি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে।”

অন্যদিকে তুফানগঞ্জ ৩ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি মণ্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন বলেন, “সারা রাজ্য জুড়েই এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস কিছু শ্রেণির মহিলাকে সামনে রেখে বিডিও অফিসের সামনে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে। আগামী নির্বাচনে মানুষ এর যোগ্য জবাব দেবে।”

পাঁচ বছরেও চালু নয় বিএলওএলআরও ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন

বামনহাট: দীর্ঘদিন ধরে নতুন করে নির্মিত বিএলওএলআরও ভবন চালু না হওয়ায় ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে বামনহাটবাসীর মধ্যে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর আগে পুরনো আউটডোর সংলগ্ন এলাকায় নির্মিত এই প্রশাসনিক ভবনটির সমস্ত নির্মাণকাজ বহু আগেই শেষ হয়েছে। এমনকি গার্ড ওয়াল নির্মাণের কাজও সম্পূর্ণ। তা সত্ত্বেও ভবনটি চালু না হওয়ায় নানা প্রশ্ন উঠছে।

বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় করে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভবন নির্মাণ করা হলেও তা দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাঁদের প্রশ্ন, দপ্তর চালু করার পরিকল্পনা না থাকলে কেন সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে এমন ভবন তৈরি করা হল? এতে সরকারি সম্পদের অপচয় হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

প্রসঙ্গত, প্রায় পাঁচ বছর আগে এই ভবন নির্মাণের সময় জানানো হয়েছিল, ভবনটি সম্পূর্ণ হলে সাহেবগঞ্জ থেকে বিএলওএলআরও দপ্তর বামনহাটে স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি।

উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রায় এক বছর আগে এই বিষয়টি নিয়ে সাহেবগঞ্জ বিএলওএলআরও দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছিলেন, ভবনটিতে গার্ড ওয়াল না থাকায় দপ্তর স্থানান্তর সম্ভব নয়। সেই বক্তব্য সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে গার্ড ওয়াল নির্মাণ সম্পূর্ণ হলেও দপ্তর চালু না হওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে।

সম্প্রতি আবারও এ বিষয়ে বিএলওএলআরও দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, মূল সড়ক থেকে ভবনের ভিতরে যাওয়ার রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। দপ্তর চালু হলে নিয়মিত সরকারি গাড়ির যাতায়াত শুরু হবে, যা বর্তমান রাস্তায় সমস্যা তৈরি করতে পারে। সেই কারণে রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। রাস্তার কাজ সম্পন্ন হলেই দপ্তরটি বামনহাটে স্থানান্তরিত হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

তবে কবে সেই কাজ শুরু হবে এবং কবে দপ্তর চালু হবে, তা নিয়ে সন্দিহান স্থানীয়রা।

নাটকে সম্প্রীতির সুর ঘোকসাডাঙ্গা বইমেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

ঘোকসাডাঙ্গা: কোচবিহারের বর্তমান রাজনৈতিক আবহে যখন মেরুকরণের রাজনীতি নিয়ে চর্চা তুঙ্গে, তখন সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি হল ঘোকসাডাঙ্গা বইমেলায়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সাম্প্রতিক এক বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে যখন জেলাজুড়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে, ঠিক তখনই বইমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে নাটকের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিলেন শিল্পীরা।

মাথাভাঙ্গার জনপ্রিয় নাট্য সংস্থা ‘গিলোটিন’ পরিবেশন করে পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে নাটক ‘শিমুলতলির পরণকথা’। নাটকের মূল উপজীব্য ছিল এক হিন্দু তরুণী ও এক মুসলিম তরুণের প্রেম এবং তাঁদের ঘিরে গ্রামের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি। যে সময় রাজনৈতিক নেতারা ধর্মীয় বিভাজন বা উসকানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন, সেই আবহে এই নাটকটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দিয়েছে দর্শকদের কাছে। কেবল ধর্মীয় সম্প্রীতিই নয়, নাটকের পরতে পরতে বর্তমান সময়ের শিক্ষার মান ও নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ কমে যাওয়ার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অর্থ এবং ক্ষমতার জোরে সত্যকে ধামাচাপা দেওয়ার প্রবণতাকেও কঠোরভাবে আক্রমণ করেছেন শিল্পীরা।

বহুদিন পর ঘোকসাডাঙ্গার মঞ্চে নাটক ফিরে আসায় দর্শকদের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জন পণ্ডিত জানান, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে এই নাটকটি সত্যিই সকলের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। বইমেলা আয়োজক কমিটির পক্ষে আবুল হোসেন মিঞা বলেন, “নাট্যচর্চার ধারাকে সচল রাখতেই আমরা ঘোকসাডাঙ্গা বইমেলায় নাটকের আয়োজন করেছি। দর্শকদের অভাবনীয় সাড়ায় আমরা আপ্লুত। আগামী দিনেও আমরা নিয়মিত ভালো নাটকের আয়োজন করতে চাই।”

নদীর গ্রাসে ভোগযানের ভিটেমাটি

নিজস্ব প্রতিবেদন

চ্যাংরাবান্ধা: উত্তরবঙ্গের হাড়কাঁপানো শীতে দুশ্চিন্তার ঘাম মেখলিগঞ্জের চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯২ ভোগজান এলাকাবাসীর কপালে। ঋতু বদলালেও এই জনপদে বদলায়নি কেবল নদীভাঙনের আতঙ্ক। ধরলা নদীর করাল গ্রাসে একে একে তলিয়ে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি, চা বাগান এবং পৈতৃক ভিটেমাটি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নদীভাঙনের ফলে প্রায় আড়াই কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিধ্বস্ত যাতায়াত ব্যবস্থা। গ্রামের মূল রাস্তাটি এখন নদীর একদম কিনারে। স্থানীয়দের ভয়, রাস্তাটি ধ্বসে পড়লে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জামালদহ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার ৪ কিলোমিটারের পথ এখন ১০ কিলোমিটার ঘুরে পাড়ি দিতে হয়। শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি নিয়ে নদীপাড়ের রাস্তা দিয়েই স্কুলে যেতে হচ্ছে। এমনকি বন দপ্তরের কালভার্টটি ভেঙে যাওয়ায় ১৫ মিনিটের পথ পাড়ি দিতে সময় লাগছে এক ঘণ্টা।

এলাকাবাসীদের আক্ষেপের শেষ নেই। অভিযোগ উঠেছে যে, বিধায়ক থেকে সরকারি আধিকারিক, সবাই এলাকা পরিদর্শন করলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ২০২৪ সালে সেচ দপ্তর মাত্র ৪০০ মিটার নদীপারে বাঁধ দেয়। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইলিয়াস রহমান সমস্যাটিকে রাজ্য স্তরে তুলে ধরার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী ফের এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি সেচমন্ত্রীর কাছে দরবার করার আশ্বাস দিয়েছেন।

মানসাইয়ের কোলে তেকুনিয়া এখন ভাগাড়!

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: হাড়কাঁপানো শীতে মাথাভাঙ্গা মহকুমার পর্যটন মানচিত্রে তেকুনিয়া ইকো পার্কের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কিন্তু সেই আনন্দের ছন্দে তাল কাটছে যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা। মানসাই নদীর কোলে মনভোলানো এই পর্যটন কেন্দ্রটি এখন কার্যত ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। পিকনিক করতে আসা পর্যটকদের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস এবং উচ্ছিষ্ট খাবারের স্তূপে ঢাকা পড়েছে বনাঞ্চলের সবুজ শোভা। আগে এই ইকো পার্কে ঢোকার সময় গাড়ি পিছু নির্দিষ্ট ফি নেওয়া হত। বন দপ্তরের অনুমতিতে সেই টাকা দিয়েই সাফাই কর্মীদের বেতন দেওয়া হত এবং এলাকাটি পরিষ্কার রাখা হত। কিন্তু তেকুনিয়া ভোজনেরছড়া যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির দাবি, বছর খানেক আগে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের নিয়ম মেনে প্রবেশমূল্য নেওয়া বন্ধের সরকারি নির্দেশ আসে। মাথাভাঙ্গা রেঞ্জ অফিসার সুদীপ দাসও জানিয়েছেন, বর্তমানে এখানে ঢুকতে কোনও টাকা লাগে না। ফলে সাফাইয়ের খরচ তোলার আর কোনো পথ নেই কমিটির কাছে। কমিটির সভাপতি সুবল বর্মনের আক্ষেপ, “এলাকা অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে ঠিকই, কিন্তু লোক দিয়ে পরিষ্কার করানোর অর্থ পাব কোথায়?”

তেকুনিয়াতে শিশু উদ্যান, শৌচাগার বা রান্নার পরিকাঠামো থাকলেও সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব সব সৌন্দর্য নষ্ট করছে। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে আসা পর্যটক অরিন্দম সাহা ও বিশ্বজিৎ বসুর কথায়, “আবর্জনা ফেলার কোনো ডাস্টবিন বা ব্যবস্থা নেই। এ ভাবে চলতে থাকলে দূষণের চোটে এই স্পটটি অচিরেই জনহীন হয়ে পড়বে।” পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কুন্তী বর্মন সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। পর্যটন মরশুমের মুখেই প্রশাসনের এই ঢিলেমি আর ‘ফান্ড’সঙ্কটের জেরে তেকুনিয়ার মতো সাজানো ইকো পার্ক হারাবে কি না, তা নিয়ে এখন বড়সড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভূমিপুত্রদের হয়রানি নয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি অনন্ত মহারাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন

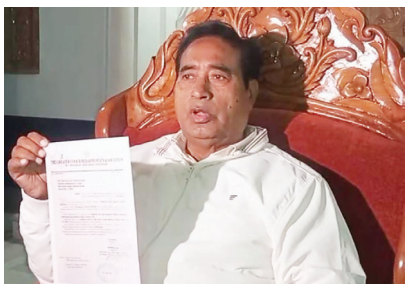

কোচবিহার: কোচ-রাজবংশী-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষদের যেন কোনওভাবেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় ডাকা না হয়, সেই দাবিতে কেন্দ্রীয় মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি পাঠালেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ তথা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ।

গত ২ জানুয়ারি শুক্রবার কোচবিহার ২ নম্বর ব্লকের বড়গিলা এলাকায় নিজের বাসভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ কথা জানান তিনি। তাঁর কথায়, "আমরা ভারত সরকারকে অবগত করেছি, কোচ-রাজবংশী-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষদের যেন এসআইআর প্রক্রিয়ায় ডাকা না হয়। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন বিষয়টি মেনেছে। অসমে কোচ-রাজবংশীদের ক্ষেত্রে কোনও প্রমাণপত্র দেখা হচ্ছে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে আমাদের লোকজনকে ডাকা হচ্ছে। এই বিষয়টি জানিয়ে আমরা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছি, যাতে আমাদের মানুষদের হয়রানি না করা হয়।"

তিনি আরও বলেন, "সরকার যদি বিদেশিদের জন্য এসআইআর করে, তা করুক। বিদেশিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু তাতে ভূমিপুত্ররা কেন হয়রানির শিকার হবেন? আমরা যুগ যুগ ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছি। ভারতীয় সংবিধান এর অনুমতি দেয় না।"

নিয়োগের দাবিতে আমরণ অনশন!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: নিয়োগ সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বঞ্চনার অভিযোগে এবার চরম আন্দোলনের পথে যেতে চলেছে সারেন্ডার কেএলও এন্ড লিংকমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হলে তারা আমরণ অনশনে বসবেন।

৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার কোচবিহার প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতৃত্ব এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন। তারা জানান, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর কেএলও ও লিংকমেনদের মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সেই আশ্বাসে ভরসা করেই বহু কেএলও ও লিংকমেন আত্মসমর্পণ করেন।

পরবর্তীতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে দুই দফায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে স্পেশাল হোম গার্ড পদে নিয়োগ করা হলেও এখনও ১৫১ জন নিয়োগের বাইরে রয়ে গিয়েছেন। সংগঠনের দাবি, ওই ১৫১ জনের সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র অনেক আগেই জমা দেওয়া হয়েছে এবং নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয়েছে। তবুও পাঁচ বছর কেটে গেলেও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানিয়েও কোনও স্পষ্ট উত্তর মেলেনি বলে অভিযোগ সংগঠনের। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই তারা আন্দোলনের পথে হাঁটছেন। সংগঠনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে কোচবিহারের সাগরদিঘী চত্বরে তারা আমরণ অনশনে বসবেন।

আলু চাষে ধসা রোগের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: শীতের আমেজে উত্তরবঙ্গ যখন কুয়াশা মুড়ি দিয়েছে, ঠিক তখনই আতঙ্কে প্রহর গুনছেন কোচবিহারের হাজার হাজার আলু চাষি। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, একটানা ঘন কুয়াশা এবং সঙ্গে যদি হালকা বৃষ্টি বা জমাট শিশির থাকে, তবে আলুর মড়ক বা 'ধসা' রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়।

এই অবস্থায়, জেলা কৃষি দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কোচবিহারে প্রায় ৩৮ হাজার হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় বিঘা প্রতি ৮০ থেকে ১০০ বস্তা (৫০ কেজি) ফলন হয়। তবে ধসা রোগ ধরলে সেই উৎপাদন নেমে আসতে পারে মাত্র ৩০-৪০ বস্তায়। খোলটা-মরিচবাড়ি এলাকার চাষি রতন মণ্ডলের আক্ষেপ, "একবার মড়ক ধরলে খরচের টাকা ওঠানোই দায় হয়ে যাবে। ফলন অর্ধেকের নিচে নেমে আসার ভয় পাচ্ছি।"

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ইতিমধ্যেই জরুরি বৈঠক সেরেছেন জেলা কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। জেলা কৃষি আধিকারিক অসিতবরণ মণ্ডল জানিয়েছেন, মাঠ পর্যায়ের সকল আধিকারিককে সতর্ক করা হয়েছে। এই বিরূপ আবহাওয়ায় কোন ধরণের ওষুধ স্প্রে করতে হবে, তার নির্দেশিকা লেখা লিফলেট চাষিদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। এছাড়া, জলঢাকা নদীর চর থেকে শুরু করে ঢাংটিংগুড়ি, সর্বত্রই কড়া নজরদারি চলছে। কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আকাশ মেঘলা থাকলে বা কুয়াশা বাড়লে জমিতে নিয়মিত নজর দিতে হবে। গাছের গোড়ায় যাতে জল না জমে এবং সঠিক পরিমাণে ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে। কৃষকরা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তারা নজরদারি শুরু করেছেন।

জানুয়ারিতেও মাসহারা অমিল এনবিএসটিসি-তে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ক্যালেন্ডারের পাতায় ২০২৬-এর নতুন বছর শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের হাজার হাজার কর্মী ও পেনশনারদের ঘরে আঁধার কাটেনি। মাসের ৬ তারিখ পার হয়ে গেলেও এখনও মেলেনি বেতন ও পেনশনের টাকা। বরাদ্দ অর্থ কবে আসবে আর কবেই বা তা হাতে পাবেন, সে বিষয়ে খোদ নিগম কর্তৃপক্ষও নির্দিষ্ট কোনও আশার আলো দেখাতে পারছে না। ফলে নতুন বছরের শুরুতেই নিগমের অন্দরে তৈরি হয়েছে চরম ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা।

নিগম সূত্রে খবর, এনবিএসটিসি-র প্রায় আড়াই হাজার স্থায়ী, অস্থায়ী ও ঠিকা কর্মী এবং সমসংখ্যক পেনশনার রয়েছেন। তাঁদের বেতন ও সাম্মানিক বাবদ প্রতি মাসে খরচ হয় প্রায় ৮ কোটি টাকা। জ্বালানি ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে এই অঙ্ক দাঁড়ায় ২২ কোটি টাকায়। অথচ নিগমের মাসিক গড় আয় মাত্র ১৫-১৬ কোটি টাকা। ফলে প্রতি মাসে প্রায় ৬ থেকে ৭ কোটি টাকার বিপুল ঘাটতি তৈরি হয়, যার জন্য রাজ্য সরকারের ভর্তুকির ওপর নির্ভর করতে হয় নিগমকে। এবার সেই অর্থ সময়মতো না আসাতেই বিপত্তি।

পরিস্থিতি সামাল দিতে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানিয়েছেন, "বেতনের বিষয়টি এখনও অর্থ দপ্তরের (ফিন্যান্স) বিবেচনাধীন। আশা করছি দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।"অন্যদিকে, নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের দাবি, "দু-এক দিনের মধ্যেই টাকা ঢুকে যাওয়ার কথা।"

সবথেকে বিপাকে পড়েছেন বয়স্ক পেনশনাররা। উত্তরবঙ্গ স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিটায়ার্ড স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি মৃণালকান্তি দাসের কণ্ঠে ঝরে পড়ল একরাশ হতাশা। তিনি বলেন, "আমাদের সংসার চলে এই পেনশনের ওপর ভিত্তি করে। মাসের প্রথম সপ্তাহে টাকা না পেলে ওষুধ কেনা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন বাজার। সবই শিকেয় উঠেছে।"

তৃণমূল শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কোচবিহার ডিপোর সভাপতি রাজেশ চৌধুরী জানিয়েছেন, তাঁরা নিরন্তর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন। তবে আশ্বাস মিললেও পকেটে টাকা না আসায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। তিল তিল করে জমানো ক্ষোভ যেকোনও সময় বড়সড় আন্দোলনের রূপ নিতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

অভাবে থমকে স্কুলের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বছর দেড়েক আগে কোচবিহার সফরে এসে নিজের কনভয় থামিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলের পরিকাঠামোর অভাব শুনে জেলা প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খোদ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের সেই নির্দেশও এখন 'লালফিতের ফাঁসে' বন্দি। অর্থের অভাবে গত তিন মাস ধরে চকচকা হাইস্কুলে নতুন চারটি ক্লাসঘর তৈরির কাজ পুরোপুরি বন্ধ।

জাতীয় সড়কের ধারেই চকচকা হাইস্কুল। নতুন ঘর তৈরির জন্য স্কুলের সামনের অংশটি এখন পুরোপুরি উন্মুক্ত। স্কুলটি কো-এডুকেশনাল হওয়ায় ৭০০-র বেশি ছাত্রছাত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় আশঙ্কার মেঘ দেখা দিয়েছে। প্রধান শিক্ষক দেবাশিস পাল আক্ষেপের সুরে জানান, "কাজটা ভালোই শুরু হয়েছিল। কিন্তু শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা ক্লাসঘরগুলোও পাচ্ছি না, আবার নির্মাণের মালমশলা পড়ে থাকায় মাঠটাও ব্যবহার করতে পারছি না।" স্থানীয়দের দাবি, সন্ধে নামলেই পাঁচিলহীন স্কুল চত্বরে সমাজবিরোধীদের আড্ডা বসছে।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চারটি ঘরের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়েছিল। কাজও অনেকটা এগিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বরাদ্দ অর্থ না আসায় ঠিকাদার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনিক ঢিলেমিকেই দায়ী করছেন অভিভাবকরা। কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিরিক্ত এগজিকিউটিভ অফিসার তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেনা দত্ত অবশ্য দায়সারাভাবে জানিয়েছেন, "ফান্ডের সমস্যার কারণেই কাজ ধীরগতিতে চলছে।"

স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কথায় ফুটে উঠল চরম বাস্তবতা, "এর চেয়ে কাজ শুরু না হওয়াই ভালো ছিল। অন্তত পুরনো ঘরগুলো তো ব্যবহার করতে পারতাম। এখন না পেলাম পুরনো ঘর, না নতুন! সবটাই মাঝপথে ঝুলে রয়েছে।" ৭০০ জন পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ এবং একটি ঐতিহ্যবাহী স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে এমন উদাসীনতা শহর সংলগ্ন এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তীব্র ঠাণ্ডাতেও খুদেদের 'শাস্তি' কনকনে মেঝে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বাইরে কুয়াশার চাদর আর হাড়কাঁপানো উত্তুরে হাওয়া। একটু উষ্ণতার খোঁজে যখন শহরবাসী রুম হিটার বা আগুনের পাশে আশ্রয় নিচ্ছেন, ঠিক তখনই কোচবিহার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের গুঞ্জবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা গেল এক মর্মান্তিক ছবি। প্রাক-প্রাথমিকের বছর পাঁচেকের খুদে পড়ুয়ারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রয়েছে ক্লাসরুমের কনকনে ঠাণ্ডা মেঝেতে। বছরের পর বছর ধরে পরিকাঠামোর এই কঙ্কালসার দশা চললেও, টনক নড়েনি প্রশাসনের।

"আমরা কবে বেঞ্চে বসব?" খুদে পড়ুয়া স্নেহা রায়ের এই সরল প্রশ্নে এদিন নির্বাক হয়ে গেলেন খোদ শিক্ষক। উঁচু ক্লাসের দিদি-দাদারা বেঞ্চে বসলেও, প্রাক-প্রাথমিকের প্রায় ৬০ জন শিশুকে স্রেফ একটি পাতলা মাদুর পেতে মেঝেতে বসিয়েই পাঠদান চলছে। ক্লাস টিচার সোহিনী নন্দীর আক্ষেপ, "আমাদের বসার জন্য চেয়ার আছে, কিন্তু ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে মেঝেতে বসিয়ে রাখতে বুক ফেটে যায়। শীতের এই মেঝেতে বসে ওদের সর্দি-কাশি আর পায়ে ব্যথা লেগেই থাকে।"

শহরের অধিকাংশ সরকারি স্কুলে যখন ছাত্রছাত্রীর আকাল, তখন গুঞ্জবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৪০। অথচ অভাবের শেষ নেই এখানে। এখানে ডাইনিং শেড নেই। যে ক্লাসরুমের মেঝেতে বসে পড়া, সেখানেই চলে মিড-ডে মিল খাওয়া। নেই পর্যাপ্ত ঘর। পাঁচটি ঘরের প্রয়োজন থাকলেও রয়েছে মাত্র চারটি। পঞ্চম শ্রেণির পঠন-পাঠনের অনুমতি থাকলেও জায়গার অভাবে তা শুরু করা যায়নি। নিম্নবিত্ত পরিবারের এই শিশুদের কনকনে মেঝেতে বসে ক্লাস করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

অভিভাবকদের প্রশ্ন, শহরের বুকেই যদি এমন অবস্থা হয়, তবে গ্রামের কী দশা? প্রশাসনের বড় বাবুদের কি মায়া নেই? বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অপু চক্রবর্তী এবং জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা উভয়ের গলাতেই সেই চেনা সুর, "ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।"

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী থেকে পুরসভা, দোরে দোরে ঘুরেও সুরাহা মেলেনি এক বছরেও। কোচবিহারের এই খুদে পড়ুয়ারা এখন শুধুই দিন গুনছে, কবে শীতের কামড় থেকে মুক্তি পেয়ে তারা সম্মানের সঙ্গে একটা বেঞ্চে বসার অধিকার পাবে।

সাফাই-প্রশ্ন

ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সেকথা কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। খবরে প্রকাশ, এই হাসপাতালের সাফাই কাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার সংস্থাকে শোকজ করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ, হাসপাতালের সাফাই কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। অতি সাধু উদ্যোগ। কারণ হাসপাতালের নোংরা-আবর্জনা নিয়ে অভিযোগ প্রায় নিয়মিতই ওঠে। বিশেষ করে একাধিক ওয়ার্ডের শৌচাগারগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। অনেকেই বলেন, শৌচাগার ঘুরে আসার পর রোগী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই উদ্যোগ সাধু!

কিন্তু প্রশ্ন থাকে, এই নজরদারি সবসময়ের জন্য চালু থাকেনা কেন? শোকজ পর্বের পর আবার রোগীরা দুর্গন্ধ বা আবর্জনা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলে একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে তো? না কি সবই ক্ষণিকের? পেছনে কি লুকিয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্য? নাকি আই ওয়াশের জন্য সাফাই কাজে অসন্তুষ্ট হবার নামে 'নাম কা ওয়াস্তে' শোকজ! আশা রাখা যায়, এ সব ঠিক নয়। হাসপাতালের সাফাই কাজে এমনই নজরদারি চলবে সবসময়ের জন্যে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্য্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক	ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ মিঠুন রায়

জলপাইগুড়ির 'পুতুল' থেকে বাংলাদেশের 'আপসহীন নেত্রী': বেগম খালেদা জিয়া

ভাস্কর চক্রবর্তী
অধ্যাপক ও গবেষক

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বর্ণাঢ্য ও প্রভাবশালী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপার্সন এবং দেশের প্রথম নারী সরকারপ্রধান বেগম খালেদা জিয়া আর নেই। গত ৩০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভোর ৬টায় রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন এই আপসহীন নেত্রী। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা বাংলাদেশ। রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে দল-মত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে স্মরণ করছেন শ্রদ্ধা ও বেদনার সঙ্গে। বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন এমন এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর জীবন জুড়ে ছিল সংগ্রাম, দৃঢ়তা ও সিদ্ধান্তে অটল থাকার দৃষ্টান্ত। গৃহিণী থেকে রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠার এই পথচলা সহজ ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনের গভীর শোক, বারবার রাজনৈতিক বাধা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি আপসহীন অবস্থানে থেকে দেশের রাজনীতিতে নিজের স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে বিএনপি দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নানা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তাঁর প্রয়াণে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোক পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ৩১ ডিসেম্বর বুধবার সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। একইসঙ্গে ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত পালিত হয় তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক। এ সময় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয় এবং সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে শোকের কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রয়াত এই নেত্রীকে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন সংলগ্ন জিয়া উদ্যানে সমাহিত করা হয়েছে। তাঁর চিরনিদ্রার স্থান নির্ধারিত হয়েছে প্রয়াত স্বামী, স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশেই। স্বামী-স্ত্রীর এই চিরসংযোগ যেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসেরই এক প্রতীকী অধ্যায় হয়ে রইল।

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শুধু একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নয়, বরং একটি সময়ের অবসান ঘটল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। তাঁর নেতৃত্ব, সংগ্রাম ও আপসহীন অবস্থান আগামী দিনগুলোতেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকবে। তিনি চলে গেলেও তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, অর্জন ও বিতর্ক সবকিছু মিলিয়ে তিনি থেকে যাবেন ইতিহাসের পাতায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক অবিচ্ছেদ্য নাম হয়ে।

বেগম খালেদা জিয়ার জন্ম ১৯৪৫ সালের ১৫ অগাস্ট, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি শহরের নয়াবস্তি এলাকায়। জন্মের সময় তাঁর নাম রাখা হয়েছিল খালেদা খানম পুতুল। বাবা ইস্কান্দর আলি মজুমদার ছিলেন ব্যবসায়ী; চা ব্যবসার সূত্রে জলপাইগুড়িতেই তাঁর কর্মজীবন গড়ে ওঠে। পরিবারের আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে। আর নানাবাড়ি ছিল তৎকালীন উত্তর দিনাজপুরের চাঁদবাড়ি এলাকায়। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ শুধু ভূগোল নয়, বদলে দিয়েছিল অগণিত মানুষের জীবনের গতিপথ। সেই সময় ব্যবসা ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ইস্কান্দর মজুমদার পরিবারসহ জলপাইগুড়ি ছেড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর শহরে চলে আসেন। তখন খালেদা জিয়ার বয়স মাত্র দুই বছর। জলপাইগুড়ি রয়ে যায় তাঁর জন্মভূমি, আর দিনাজপুর হয়ে ওঠে বেড়ে ওঠার ঠিকানা। জলপাইগুড়ির নয়াবস্তির মানুষ আজও স্মরণ করেন সেই মেয়েটিকে, যাকে তারা ডাকতেন 'পুতুল' বা 'বিউটি' নামে। প্রতিবেশী মণ্ডল পরিবারের সঙ্গে ছিল গভীর সম্পর্ক। ছোটবেলার বন্ধুত্ব, স্কুলজীবনের স্মৃতি আর পারিবারিক আন্তরিকতা আজও ফিরে আসে শহরের প্রবীণদের কথায়।

১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তরুণ কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন জিয়াউর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয় খালেদা পুতুলের। বিয়ের পর স্বামীর নামের প্রথম অংশ গ্রহণ করে তিনি পরিচিত হন বেগম খালেদা জিয়া নামে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় স্বামীর পাশে থাকতে তিনি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানেও যান। পরবর্তীতে বাংলাদেশে ফিরে চট্টগ্রামে বসবাস শুরু করেন। সে সময় পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনও প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল না। তিনি ছিলেন একেবারেই গৃহিণী, স্বামীর পেশাগত জীবনের নীরব সঙ্গী।

১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জিয়াউর রহমান। রাষ্ট্রপতির পত্নী হিসেবে খালেদা জিয়া হন বাংলাদেশের ফার্স্ট লেডি। সেখান থেকেই প্রথমবারের মতো জনজীবনের আলোয় আসেন তিনি। স্বভাবতই অন্তর্মুখী হলেও দায়িত্ব তাঁকে ধীরে ধীরে বদলে দেয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার গুলিতে নিহত হন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে স্বামীহারা হন খালেদা জিয়া। ব্যক্তিগত জীবনের সেই ভয়াবহ শোকই বদলে দেয় তাঁর জীবনের গতিপথ। রাজনীতি থেকে দূরে থাকা সেই নারী সিদ্ধান্ত নেন স্বামীর আদর্শ ও দলের হাল তিনি ছাড়বেন না।

১৯৮২ সালে বিএনপির সাধারণ সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় খালেদা জিয়ার। পরের বছরই তিনি হন দলের সহ-সভাপতি। ১৯৮৪ সালের ১০ মে কাউন্সিলের মাধ্যমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিএনপির চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। আমৃত্যু তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আমলে বারবার গৃহবন্দি হয়েছেন, নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, তবু আন্দোলন থেকে একচুলও সরেননি। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকা তাঁর রাজনৈতিক দৃঢ়তার বড় উদাহরণ। এই সময়েই তিনি পরিচিত হন 'আপসহীন নেত্রী' হিসেবে।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বেগম খালেদা জিয়া। মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও ইতিহাসে জায়গা করে নেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে আরও দুইবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। একাধিক নির্বাচনে পাঁচটি আসনে একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সবকটিতে বিজয়ী হওয়ার নজিরও গড়েন, যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আজও অনন্য।

দীর্ঘ চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, অনমনীয় এবং আপসহীন। শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব 'ব্যাটলিং বেগমস' নামে ইতিহাসে জায়গা করে নেয়। অসুস্থতার কারণে শেষ দিকে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও তাঁর প্রভাব কমেনি। মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক যুগের অবসান ঘটল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। তাঁর মৃত্যুতে ভারত, পাকিস্তান, জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা শোকবার্তা পাঠিয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে তাঁর জন্মভূমি জলপাইগুড়ির নয়াবস্তিতে। এই ছোট্ট পাড়াতেই ১৯৪৫ সালে জন্ম হয়েছিল ভবিষ্যতের বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রীর। যাঁকে আজ গোটা দেশ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে, সেই খালেদা জিয়া এখানকার মানুষের কাছে আজও 'পুতুল' একটি চেনা, আদরের নাম।

খালেদা জিয়ার জন্ম হয়েছিল নয়াবস্তিতে ভোলা মণ্ডলের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের জমিতে। ভোলা মণ্ডল বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার (ডিএসএ) সচিব। মঙ্গলবার খালেদার মৃত্যুসংবাদ শোনার পর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি তিনি। ভোলা মণ্ডল জানান, খালেদা বড় হয়েছেন তাঁর মায়ের কোলেপিঠে। তিনি বলেন, "আমাদের খুব দুঃখ লাগছে। সকালে শুনলাম খালেদা জিয়া আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মানুষের মৃত্যু মানেই দুঃখের। আমি ব্যক্তিগতভাবেও খুব শোকাহত।"

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, ছোটবেলায় নয়াবস্তি পাড়ার ঘরবাড়ি আর খেলার মাঠেই কেটেছে খালেদার শৈশব। অত্যন্ত সুন্দরী ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে হিসেবে তাঁকে মনে রেখেছেন প্রতিবেশীরা। দেশভাগের সময় বড় পরিবর্তন আসে তাঁর জীবনে। খালেদার পরিবার অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরিবারের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দিনাজপুর শহরে চলে যায়। সেই সময় থেকেই নয়াবস্তির বাড়িতে বসবাস শুরু করে চক্রবর্তী পরিবার। তবে দেশ ছাড়লেও জন্মভূমির সঙ্গে সম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয়নি। স্থানীয়দের মতে, খালেদা জিয়ার আত্মীয়-স্বজনেরা নিয়মিতই জলপাইগুড়িতে এসে ভিটে দেখে যেতেন। গত বছরও পরিবারের সদস্যদের এখানে আসার কথা জানিয়েছেন ভোলা মণ্ডল। শহরের প্রবীণ ব্যক্তি ও ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে জানা যায়, খালেদা জিয়া ছোটবেলায় জলপাইগুড়িতেই স্কুলজীবন শুরু করেছিলেন। জলপাইগুড়ির সাহিত্যিক ও লেখক প্রয়াত কামাখ্যা চক্রবর্তীর গ্রন্থ 'সেকালের জলপাইগুড়ি শহর এবং সামাজিক জীবনের কিছু কথা'তেও তাঁর পরিবার ও দেশভাগ-পরবর্তী সম্পত্তি বিনিময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। পড়াশোনার ক্ষেত্রে তিনি জলপাইগুড়ি সদর গার্লস স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে দিনাজপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজে পড়াশোনা করেন তিনি।

বর্তমানে খালেদাদের আদি বাড়ির একাংশে বসবাস করছেন চক্রবর্তী ও গোপ পরিবার। বাগানবাড়ির একটি অংশ কিনে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করেছেন গোপ পরিবার। ওই পরিবারের সদস্য ঝর্না গোপ ও নীলকণ্ঠ গোপ খালেদা জিয়ার মৃত্যুসংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের শৈশব। জলপাইগুড়ির মানুষের কাছে আজও এটি গর্বের বিষয়—এই শহরেই জন্মেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী, আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। নয়াবস্তির সরু গলি আর সাধারণ উঠোন থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের পথচলা, যা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যায় রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষে। জলপাইগুড়ির সেই সহজ-সরল 'পুতুল' আর নেই। কিন্তু তাঁর শৈশবের স্মৃতি, প্রতিবেশীদের কথায় কথায় ফিরে আসা সেই মেয়েটির গল্প এবং আপসহীন নেতৃত্বের উত্তরাধিকার থেকে যাবে ইতিহাসের পাতায়, বাংলাদেশের রাজনীতির এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে।

কবিতা

পোশাকবিধি

সায়ন্তন ধর

অফিসের জামাটায় স্থায়ী কিছু ভাঁজ, খানিকটা বিবর্ণ
হার্বেরিয়ামের ধুলো, ফাইল, ফিল্ড রিপোর্টের গন্ধে ভরা।
পকেটে থাকে কাগজ কলম,
যাতে থাকে হিসাব, স্বাক্ষর, অনুমোদনের সীলছাপ্পর—
কিন্তু কবিতা নয়।

এই জামা পরে সাহিত্যসভায় যাওয়া মানে
শব্দ ছন্দ ভাবব্যঞ্জনার ভেতর ঢুকে পড়া
বিবর্ণ মুখ নিয়ে।

যেখানে লাল লিপস্টিকের আড়ালে
দিদিমণিদের চোখে জ্বলে ওঠে উপমার আগুন,
ভ্রূ-প্লাক করে আবার আঁকা সেই বাঁকগুলো
যেন প্রতিটি শব্দের নিচে অর্থবহ সাংকেতিক চিহ্ন।

এ এক অন্য শিল্প, অন্য যাপন,
যেন অফিসের ঘর্মক্লান্ত রোজনামচা ছেড়ে
ডায়েরীর পাতার ওপরে ছড়ানো ডিওডোরেন্ট।

চোখে চোখ রেখে শোনে কেউ কারো কবিতা,
দামী কানের দুলে ঝুলে থাকে আবৃত্তির প্রতিধ্বনি।
অফিসের পোশাকে শুধু কাজ হয়—
কবিতা হয় না।

কবিতা উৎসবে আলাদা সাজ চাই—
যেন শরীরটা হয়ে ওঠে এক অনুবাদ,
সাহিত্যের, সংবেদনশীলতার,
আর পড়ে আসা বেলার নান্দনিক আলবিদার।

রোগ

সীমা মণ্ডল

গোধূলির পরিসমাপ্তির প্রতীক্ষায় একলা দণ্ডায়মান
কত শত শত যুগের ঘটে অবসান।
রোগ বাসা বেঁধেছে নিরবে নিভৃতে
বলতে পারি নাই সেকথা কাউকে।

দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় তনের যন্ত্রণায়
বুক ফেটে যায় মনের ব্যাকুলতায়।
হৃদয় প্লাবিত হয়ে যায় অদৃশ্য যন্ত্রণায়
তবুও চোখ ফুটে পড়ে না অশ্রু।
মধ্য নিশিতে শরীর পীড়া দেয় শরীরকে
মনও পীড়িত করে মনকে।
কত রাত্রি জানে মনের ব্যাকুল যন্ত্রণার কথা
কত দিবা জানে মনের উদাসীনতার কাহিনী।

খোঁজ করে না কেউ হাসির আড়ালে কঠিন সত্যকে
বাহ্য আচরণকে ভাবে সত্য।
হৃদয়ের কথা ভাবে কে?
রোগ বাসা বেঁধেছে নীরবে নিভৃতে
বলতে পারি নাই সেকথা কাউকে
কেই বা আছে শোনার মতো?
ইচ্ছা অনিচ্ছার করবে মূল্যায়ন?

লহ গৌরাঙ্গের নাম রে

শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত (নিয়োগী)

বহমান তিনটি কালের ধারাকে একসূত্রে গেঁথে চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় সময়-বৃত্তকে যেন মিলিয়ে দিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্পর্কিত ইতিহাসই হোক বা তাঁর ভক্তিরস, তা যে সর্বকাল এমনকি অতি আধুনিক প্রজন্মের কাছেও পরম আরাধ্য, তা তিনি প্রমাণ করলেন। তাই একই দৃশ্যপটে পুরীর সমুদ্র সৈকতে মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রশ্ন নিয়ে এসে দাঁড়ায় নিত্যানন্দ অবধূত গিরিশঘোষ এবং জেন-জি প্রজন্মের পরিচালিকা রাই। সৃজিত বোঝাতে চেয়েছেন, 'রাধাকৃষ্ণ দ্বৈতভাব লীলায়' আচ্ছন্ন মহাপ্রভুর সাথে নটী বিনোদিনী বা রাইও হয়তো কোথাও যেন প্রায় সম ভাবধারাতেই বিগলিত। কৃষ্ণভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্যদেবের আকুতি স্পর্শ করেছে নটী ও রাইয়ের অন্তরকে। সেক্ষেত্রে বারবণিতা বা মর্ডান বিখ্যাত পরিচালিকার বাহ্যিক ভাবকে ছাপিয়ে প্রকট হয়েছে প্রভুর প্রতি আন্তরিক ভক্তিভাব।

সমান্তরাল তিনটি সময়কালে রয়েছে, একদিকে মহাপ্রভু ,কৃষ্ণ ভাবধারায় মগ্ন। পাশাপাশি বিনোদিনীর শ্রীচৈতন্য চরিত্রকে মনে, নধর অঙ্গে প্রকাশ করার আপ্রাণ চেষ্টা। তারই পাশে অতি আধুনিকা পরিচালিকা রাইয়ের ভক্তিভাবে বিগলিত মহাপ্রভুকে রূপালি পর্দায় তুলে ধরার প্রচেষ্টা। রাইয়ের চৈতন্যভাগবতের সম্পর্কে অগাধ কৌতূহল ,জ্ঞান ও নীরব ভক্তি সুচারুভাবে ফুটে উঠেছে এখানে। তাই যেন সে মহাপ্রভুর চরিত্রে অভিনয়কারী প্রেমিক পার্থকে স্টারডম থেকে বের করে চৈতন্য চরিত্রের উপযোগী করে তুলতে চেয়েছে। সৃজিতবাবুর এই ছবিতে কালানুযায়ী কোথাও উপকরণ বা নির্মানের ঘাটতি নেই এতটুকু বরং কৃষ্ণ অবতার জগতের নাথ অর্থাৎ জগন্নাথদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলারসের ত্রিধারা মিলে যেন এক 'ত্রিবেনী সঙ্গম' রচিত হয়েছে রূপোলি পর্দায় 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'নামের ক্যানভাসে।

গৌরাঙ্গ শিখিয়ে গিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ নামগানেই জীবনের সকল শক্তি ও মুক্তি। তাই হরিনাম প্রচার করেও শ্রীচৈতণ্য যেমন অপমান বা বঞ্চনা সহ্য করেছেন তাঁর পবিত্র হাসিমুখে হরিনাম নিয়ে ঠিক তেমনভাবেই যেন নটী বিনোদিনী তার সবটুকু নিঃস্বার্থভাবে নাটকের জন্য উজাড় করেও শেষে বঞ্চনারই শিকার হয়েছেন আর পরিণামে রাইও তার ভালোবাসায় বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতে জর্জরিত হয়েছে। সৃজিতবাবু মিলিয়েছেন সবটা তবু মহাপ্রভুর তিরোধান অথবা অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন বরাবরের মতো অধরাই থেকেছে, অবশ্য বহু মত-গবেষণাই যখন উত্তর খুঁজে পায়নি তখন মহাপ্রভুর তিরোধান বা অন্তর্ধান রহস্য আদৌ কোনোদিনও আর উদ্ঘাটিত হবে কী!

ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের অসাধারণ সুর এবং সঙ্গীত শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী, কবীর সুমন, অরিজিৎ সিংহ, শ্রেয়া ঘোষাল, পদ্মপলাশের কণ্ঠ ও গায়কী অনবদ্য ও মর্মস্পর্শী। প্রকৃত মহাপ্রভুর চরিত্রে দিব্যজ্যোতির দত্তের যথাযথ অভিনয় মন ছুঁয়ে গেল। বিনোদিনী শুভশ্রী সত্যিই পরিণত। রাই ঈশা সাহা চরিত্রকে যথেষ্ট বাস্তব রূপ দিয়েছে। গিরীশ ঘোষ চরিত্রে ব্রাত্য বসু ও নিত্যানন্দ যীশু সেনগুপ্ত জাত অভিনেতার আবারও পরিচয় দিলেন। বাকি চরিত্রাভিনেতারা কখনও ঠিক আবার কখনও কিছুটা দুর্বল ছিলেন।

তবে সবমিলিয়ে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'বাস্তব ইতিহাসের দলিলকে অতীত-বর্তমানের তিনটি রঙ দিয়ে আঁকা গল্পের প্রকাশ। সুন্দর পরিবেশনার রেশটুকু নিয়ে ছবিটা দেখে বাইরে বেরিয়েও মন পড়ে থাকল চৈতন্য মহাপ্রভু -বিনোদিনী -রাইয়ের কাছেই, তাই মন বলে গেল – 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

জীবন ও সমাজ গঠনে শিক্ষার বহুমুখী ভূমিকা

প্রবন্ধ

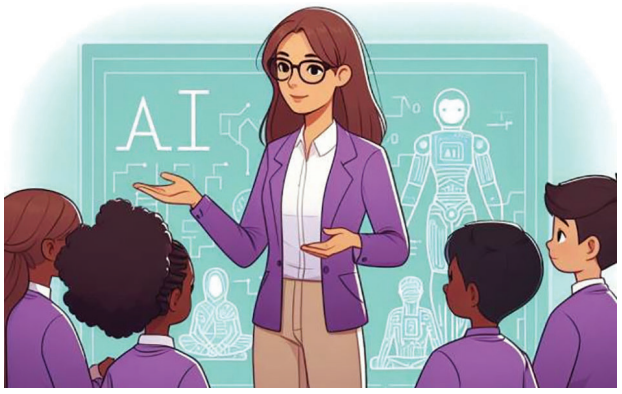

পূজা চৌধুরী
গৃহশিক্ষকা, দমদম

জন্মলগ্নে একটি শিশু থাকে অত্যন্ত অসহায় এবং অপরিচিত। সেই শিশুকে সমাজের যোগ্য করে গড়ে তোলার প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিক্ষা বহুমুখী হওয়ার প্রধান কারণ হল, শিক্ষার্থী যখন শিক্ষক বা পরিবেশের সংস্পর্শে আসে, তখন তাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হল মিথস্ক্রিয়া। শিশু জন্মসূত্রে কিছু সুপ্ত প্রতিভা নিয়ে আসে। কিন্তু সেই প্রতিভাগুলো বিকশিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া। বিদ্যালয়, সমাজ এবং পাঠ্যক্রমের সঙ্গে এই নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমেই একজন শিক্ষার্থী পূর্ণতা পায়।

শিক্ষাকে কেন 'মিথস্ক্রিয়ামূলক' (Interactional) প্রক্রিয়া বলা হয়? শিক্ষাবিদরা জানান, শিক্ষা কোনও একতরফা বিষয় নয়। এটি সফল হয় যখন শিক্ষার্থী পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শিক্ষাকে কেবল তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে দেখলে চলবে না। বরং একে একটি জীবনব্যাপী এবং বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষাকে আমরা একটি বিকাশমূলক প্রক্রিয়া বলতে পারি কারণ বিকাশ হল শিশুর ব্যক্তিত্বের দৈহিক, মানসিক এবং প্রাক্ষোভিক প্রভৃতি নানা দিকের উন্নত ও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। বৃদ্ধি এবং বিকাশ এক নয়; বৃদ্ধি হল আকার ও আয়তনের পরিবর্তন আর বিকাশ হল গুণগত পরিবর্তন। বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত ঘটে, অন্যদিকে বিকাশ আমৃত্যু চলতে পারে। শিখনের ফলে শিশুর আচরণে গুণগত পরিবর্তন ঘটে এবং শিক্ষা আজীবন চলতে থাকে, কাজেই শিক্ষা হল একটি সামগ্রিক বিকাশমূলক প্রক্রিয়া।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য প্রয়োজন হয় বস্তু জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান, যা অর্জিত হয় শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ব্যক্তির মনের মধ্যে অবিরত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-প্রত্যাশা কাজ করে যা অনেক সময় মানসিক ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে তোলে। শিক্ষা এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত কামনা-বাসনাগুলির বাহ্যিক প্রকাশে বাধা দিয়ে শিক্ষা ব্যক্তিকে মানসিকভাবে সুস্থ রাখে। সুতরাং বলা যায়, শিক্ষা হল সংগতিবিধান বা অভিযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া।

বর্তমান শিক্ষাবিদরা শিশুর বিকাশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছেন, দৈহিক বিকাশ, বৌদ্ধিক ও ভাষাগত বিকাশ, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক বিকাশ, সামাজিক বিকাশ প্রমুখ। শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষে আবদ্ধ বিষয় নয়, বরং এটি একটি গতিশীল ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আধুনিক শিক্ষাবিদদের মতে, একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে পরিণত মানুষ হয়ে ওঠার পেছনে শিক্ষা কাজ করে একটি 'বহুমুখী ইঞ্জিন' হিসেবে।

ভক্তের আবেগে সাড়া মিঠুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রাজনৈতিক সভার ভিড়ে প্রিয় তারকার সঙ্গে দেখা না হওয়ার আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন এক মহিলা ভক্ত। সেই খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেতেই ভক্তের আবেগে সাড়া দিলেন মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী। একদিনের মধ্যেই ওই ভক্তকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন জনপ্রিয় অভিনেতা ও বিজেপি নেতা।

গত ৩ ডিসেম্বর শনিবার সকালে কোচবিহারে মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হয় ওই মহিলা ভক্তের। সাক্ষাতের সময় অভিনেতার সুস্বাস্থ্য কামনা করে ফল খাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে 'ভালবাসার নিদর্শন' হিসেবে তাঁর হাতে এক হাজার টাকা তুলে দেন তিনি। ঘটনার প্রসঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন, "বিষয়টি নজরে আসতেই ওনাকে ডেকে পাঠাই। উনি ফল খাওয়ার জন্য এক হাজার টাকা দিয়েছেন। সেই টাকায় অবশ্যই ফল খাব। এমন নিখাদ ভালবাসা আর কোথায় পাওয়া যায়! ঈশ্বর ওনার মঙ্গল করুন।"

অন্যদিকে, ওই মহিলা ভক্ত জানান, "সভায় গিয়ে দেখা করতে না পারায় খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু মিঠুনদা পরে নিজে আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাই ওনার সুস্বাস্থ্যের জন্য ফল খাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে এক হাজার টাকা দিয়েছি। উনি বলেছেন, আবার এলে দেখা করবেন।"

রাজনৈতিক মঞ্চে সক্রিয় থাকলেও পর্দার মিঠুন যে আজও অনুরাগীদের কাছে 'মেগাস্টার', তা ফের একবার প্রমাণিত হল এই ঘটনায়।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বিএলও-র

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কোচবিহারের ইছামাড়ি বানেশ্বর এলাকার বুথ নম্বর ১০৩-এর সরকারি বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) আসিস ধর। গত ৩ জানুয়ারি নির্দিষ্ট বুথে ভোটার হিয়ারিং হওয়ার কথা ছিল ওই বিএলও-র। পরিবারের অভিযোগ, হিয়ারিং সংক্রান্ত অতিরিক্ত কাজের চাপ ও মানসিক উৎকণ্ঠাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

পরিবার সূত্রে খবর, গত কয়েক দিন ধরেই হিয়ারিংয়ের দায়িত্ব নিয়ে প্রবল মানসিক চাপে ভুগছিলেন তিনি। গত ২ জানুয়ারি ফোনে তাঁকে জানানো হয় যে ৩৯ জন ভোটারের হিয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। যদিও তিনি নিজে গিয়ে ৩৮ জন ভোটারকে বাড়িতে পেয়েছিলেন, একজন ভোটার অনুপস্থিত থাকায় তাঁর হিয়ারিং সম্ভব হয়নি। অভিযোগ, ওই একজন ভোটারকে ঘিরে বারবার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। পরিবারের দাবি, এই ঘটনার পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলে দ্রুত তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "আসিস ধর দীর্ঘদিন ধরেই কাজের অতিরিক্ত চাপ সামলাতে পারছিলেন না। প্রশাসনিক কাজের অমানবিক চাপই তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী।"

ভেনেজুয়েলায় আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতিকে অপহরণের ঘটনার প্রতিবাদে ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরে মিছিল করল সিপিএম। মিছিলটি কোচবিহার জেলা দপ্তরের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে।

এদিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেন সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়, মহানন্দ সাহা ও মকসেদুল ইসলাম। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান তোলেন এবং ভেনেজুয়েলার উপর মার্কিন হস্তক্ষেপের নিন্দা জানান।

জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, "আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বৈরাচারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে গোটা বিশ্ব। ভেনেজুয়েলার উপর আক্রমণ ও অপহরণের ঘটনার প্রতিবাদ ও আমেরিকার দাদাগিরির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তুলতেই আমাদের এই মিছিল।"

শুরু বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে সেই দাবির সুরাহা হল। গত ৩ জানুয়ারি শনিবার কোচবিহারের শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজের সূচনা হল।

গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের 'এসআরডিএ' দপ্তরের তহবিল থেকে মোট এক কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণ করা হবে। যদুকুড়া দিঘি থেকে আতিয়ার রহমানের বাড়ি পর্যন্ত, প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে যাওয়া এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি নির্মিত হলে এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিনের রাস্তা-নির্মাণ কাজের সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি তপন কুমার গুহ, লালবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমেষ রায়, শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সাজ্জাদুর রহমান-সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা।

ঘন কুয়াশায় মৃত্যু ফাঁদ!

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ঘন কুয়াশার জেরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। গত ৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাতে বোকালীমঠ সংলগ্ন কার্জীবাড়ি এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতে বাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আচমকাই ঘন কুয়াশার মধ্যে একটি ছয় চাকা লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকটির। ধাক্কার তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান বাইক আরোহী। দুর্ঘটনার পর লরির চালক পলাতক।

এই দুর্ঘটনার জেরে শোকের ছায়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে বানেশ্বর ফাঁড়ি ও পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

বিমান নিয়ে ভোগান্তি কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রথমে ফেব্রুয়ারি, তারপর জানুয়ারিতে বিমান পরিচালনা বন্ধ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, জানুয়ারির শুরুতেও কোচবিহারের আকাশ থেকে উধাও কলকাতাগামী একমাত্র বিমান। বন্দর সূত্রে খবর, জানুয়ারি মাসের প্রত্যেকদিনের টিকিট প্রায় ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। তাও এই অবস্থায় ভারপ্রাপ্ত সংস্থা বিমান না চালানোয় বেশ দ্বন্দে পড়েছেন বন্দর কর্তৃপক্ষ।

গত ২৮ ডিসেম্বরের পর থেকে কোচবিহারে আর কোনও বিমান নামেনি। চলতি বছরের ৭ তারিখেও পরিষেবা বন্ধ ছিল। বিমান বাতিলের এই ধারাবাহিকতায় সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়ছেন জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াত করা সাধারণ মানুষরা। এই অবস্থায় এখনও অনলাইনে কলকাতার বিমান শিডিউল করে রাখা হয়েছে। প্রতিদিনই টিকিট বুকিং নেওয়া হচ্ছে। আবার যাত্রার ঠিক আগের দিন মেসেজ পাঠিয়ে বিমান বাতিলের খবর দেওয়া হচ্ছে। অনিশ্চয়তার কারণে অনেক যাত্রী নিজের উদ্যোগেই আবার টিকিট বাতিল করছেন। যাত্রীরা বিকল্প হিসেবে ট্রেনের ওপরই ভরসা রাখছেন।

এদিকে, বিমান পরিষেবা নিয়ে কোচবিহারের রাজনৈতিক মহলেও শোরগোল শুরু হয়েছে। তৃণমূল ও বিজেপি—উভয় পক্ষই এই অচলাবস্থার জন্য একে অপরকে দায়ী করছে। শাসক দলের অভিযোগ; বিমান পরিষেবা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এভাবে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া উত্তরবঙ্গের মানুষকে ভুল বোঝানোর একটি কৌশল। অন্যদিকে, বিরোধীরা পরিষেবা সচল রাখতে বর্তমান সাংসদকে আরও বেশি তৎপর হওয়ার দরবার করে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের মতে, নিয়মিত বিমান চললে সাধারণ মানুষের প্রভূত সুবিধা হতো। কিন্তু বিমান সংস্থার এই অনিশ্চিত আচরণের কারণে কোচবিহারের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। যাত্রী নিরাপত্তা এবং পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে অনেকেই বিমান সংস্থার এই ভূমিকাকে 'ছেলেখেলা' বলে অভিহিত করেছেন।

পাচারের পথে আটক ট্রাক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ফের গোরু পাচারের চেষ্টা রুখে দিল পুলিশ। ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার পুলিশের তৎপরতায় ব্যর্থ হল গোরু পাচারের চেষ্টা। পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাকের আড়ালে গোরু পাচারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিন রুটিন নাকা তল্লাশির সময় অসম-বাংলা সীমান্তের জড়াই মোড় চেকিং পয়েন্টে বাংলা দিক থেকে অসমগামী একটি পেঁয়াজ ভর্তি ট্রাক আটকান কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। প্রথমে ট্রাকটিতে শুধুমাত্র পেঁয়াজ রয়েছে বলেই ধারণা করা হয়। পরে সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি করতেই ট্রাক থেকে পেঁয়াজের বস্তার আড়ালে লুকিয়ে রাখা ২৫টি গোরুর সন্ধান মেলে।

কোনও বৈধ নথি দেখাতে না পারায় চালক রকিবুল ইসলাম ও তার সহকারী জমশের আলীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমেছে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

অরণ্যের পাঠশালায় শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: প্রকৃতির কোলে শিক্ষার এক অনন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (এবিএন শীল) কলেজের শিক্ষার্থীরা। কলেজের 'ইকো ক্লাব'-এর বিশেষ উদ্যোগে সম্প্রতি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বনাঞ্চলে দু'দিনব্যাপী একটি 'নেচার ইকো ক্যাম্প' বা প্রকৃতি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। পড়াশোনার চার দেওয়ালের বাইরে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সরাসরি জ্ঞান দান করাই ছিল এই শিবিরের মূল লক্ষ্য।

বিভাগীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকৃতি শিবিরটি মূলত দুটি পৃথক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত নয়নাভিরাম জয়ন্তী এলাকায়। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এই অঞ্চলটি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য পরিচিত। দ্বিতীয় ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয় জলপাইগুড়ি জেলার বাতাবাড়ি সংলগ্ন বনাঞ্চলে।

শৈলরানির জঙ্গলে 'মেলানিস্টিক' হরিণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দার্জিলিং: পাহাড়ি জঙ্গলে কালো চিতাবাঘের উপস্থিতির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার শৈলরানির জঙ্গলে দেখা মিলল এক বিরল কালো হরিণের। বন দপ্তরের দাবি, রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথমবার 'মেলানিস্টিক' হরিণের অস্তিত্ব সরাসরি নজরে এল।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সকালে কার্শিয়াং বন বিভাগের অধীন ডাউহিল ফরেস্ট এলাকায় ওই কালো হরিণটিকে দেখতে পান বনকর্মীরা। প্রায় দশ লক্ষ হরিণের মধ্যে মাত্র একটি এই ধরনের কালো রঙের হতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। ফলে এই বিরল প্রাণীর দেখা মিলতেই উচ্ছ্বাস ছড়ায় বন দপ্তরের অন্দরে।

গোটা দেশজুড়েই হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র মেলানিস্টিক হরিণের সন্ধান মিলেছে। ডাউহিলের গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো সেই বিরল হরিণের ছবি ক্যামেরাবন্দি করেন স্বয়ং কার্শিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে।

কালো চিতাবাঘের মতোই এই হরিণকে 'মেলানিস্টিক' বলা হয় বলে জানায় বন বিভাগ। জেনেটিক ত্রুটির কারণে শরীরে মেলানিনের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়, যার ফলে প্রাণীর গায়ে সম্পূর্ণ কালো রঙ দেখা যায়। হরিণটি মূলত বার্কিং ডিয়ার প্রজাতির হলেও অতিরিক্ত মেলানিনের প্রভাবে তার রং সম্পূর্ণ কালো হয়েছে।

পাহাড়ের গভীর জঙ্গলে এমন হরিণের অস্তিত্ব নিয়ে আগেও বিভিন্ন গবেষণায় ইঙ্গিত মিলেছিল। তবে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথমবার সরাসরি তার উপস্থিতি নজরে এল বলে জানাচ্ছে বন বিভাগ।

বিরল এই হরিণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই ডাউহিল ফরেস্ট ও সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বন দপ্তরের আশঙ্কা, এই ধরনের দুর্লভ প্রাণীর উপর চোরাশিকারিদের নজর পড়তে পারে। সেই কারণে জঙ্গলজুড়ে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর পাহাড়ের ডাউহিল, বাঘগরা ও মিরিক এলাকায় একাধিকবার কালো চিতাবাঘ বা মেলানিস্টিক লেপার্ডের দেখা মিলেছিল। এবার মেলানিস্টিক হরিণের সন্ধান পাহাড়ি জঙ্গলের জীববৈচিত্র্যে নতুন করে আশার আলো দেখাল।

জেলা চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ির খুদে মিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: অভাব-অনটনের সংসারে প্রতিদিন দু'মুঠো ভাত জোগাড় করাই বড় চ্যালেঞ্জ ওদের! তবুও থেমে থাকেনি স্বপ্ন দেখা। অবশেষে সেই স্বপ্নকে সঙ্গী করে সাফল্যের আকাশে উড়ান দিল হলদিবাড়ির খুদে ক্রীড়াবিদ মিঠি রায়। দারিদ্র্যকে পিছনে ফেলে অদম্য মানসিক শক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের জোরে ৪২তম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল সে।

গত ৫ জানুয়ারি কোচবিহারের প্রাণনাথ হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জেলাস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেয় হলদিবাড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী মিঠি। 'গ' বিভাগে ফুটবল ছোঁড়া ইভেন্টে ৮.৮৫ মিটার দূরত্বে বল নিক্ষেপ করে একের পর এক

প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করে নেয় সে।

হলদিবাড়ি পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অরবিন্দ কলোনির এক দরিদ্র দিনমজুর পরিবারে মিঠির জন্ম। বাবা সাজু রায় দিনমজুরি করে কোনও রকমে সংসারের হাল ধরেন। নিত্য অভাবের মাঝেও মেয়ের এই সাফল্য যেন পরিবারের জীবনে আশার আলো এনে দিয়েছে। মিঠির জয়ে গর্বিত তার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও।

এর আগেও ব্লক ও মহকুমা স্তরের প্রতিযোগিতায় সেরা হওয়ার নজির রয়েছে মিঠির। জেলা পর্যায়ের এই জয় সেই সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক যোগ করল। তবে এখানেই থামতে রাজি নয় সে। মিঠির চোখ এখন রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। শিক্ষকদের মতে, আর্থিক প্রতিকূলতা মিঠির শরীরকে যতটা না ক্লান্ত করেছে, তার চেয়েও বেশি শক্ত করেছে তার মনোবল।

মেয়ের এই সাফল্যে আবেগে আপ্লুত বাবা সাজু রায় বলেন, "এত কষ্টের মধ্যেও ও যে এমন সাফল্য এনে দিল, ভাবতেই পারছি না। ও যেন রাজ্যস্তরেও জয়ী হতে পারে, সেটাই এখন একমাত্র আশা।"

জয়ী তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত ক্রিকেট লিগে বড় জয় ছিনিয়ে নিল বিবেকানন্দ ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। গত ৫ জানুয়ারি সোমবারের ম্যাচে তারা ৬৪ রানের ব্যবধানে বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের নেপথ্যে প্রধান কারিগর ছিলেন বিবেকানন্দ ক্লাবের অলরাউন্ডার দীপ ডাকুয়া।

এদিন স্থানীয় মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় বিবেকানন্দ ক্লাব। নির্ধারিত ৩৫ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে তারা ২২২ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর খাড়া করে। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে বিধ্বংসী মেজাজে ধরা দেন দীপ ডাকুয়া। মাত্র ৩৯ বলে ঝোড়ো অর্ধশতরান করে অপরাজিত থাকেন তিনি।

জবাবে ২২৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে ছিল বক্সিরহাট ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব। রঞ্জিত দত্ত ৬৯ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেও দলের বাকিদের ব্যর্থতায় ২৮.৩ ওভারে ১৫৮ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। বল হাতেও কামাল দেখান দীপ; প্রতিপক্ষের ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই অনবদ্য অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন দীপ ডাকুয়া।

রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোচবিহারের ৩২ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: রাজ্যস্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোচবিহার থেকে রওনা হল ৩২ জন প্রতিভাবান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। উত্তর ২৪ পরগণার বানিপুরে আগামী ৯ জানুয়ারি ও ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে এই রাজ্য পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

৭ জানুয়ারি বুধবার সকালে কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়াম থেকে একটি বাসে করে খেলোয়াড়দের রওনা করানো হয়। জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সেরা কৃতিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত এই পড়ুয়ারা মোট ৩৪টি ইভেন্টে কোচবিহার জেলার প্রতিনিধিত্ব করবে।

এদিন খেলোয়াড়দের সঙ্গে রাজ্য প্রতিযোগিতায় রওনা দেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা। পাশাপাশি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরাও এই দলে ছিলেন।

খেলোয়াড়দের বাসে তুলে দেওয়ার সময় চেয়ারম্যান রজত বর্মা জানান, "এই পড়ুয়ারাই আগামী দিনে জেলার ক্রীড়া জগতের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমরা আশাবাদী, রাজ্যস্তরেও তারা ভালো ফল করবে।"

আনোয়ারের স্পিন ম্যাজিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জামালদহ: জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী রিইউনিয়ন ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ২০১৪-'১৬ ব্যাচ। গত ৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার প্রথম এলিমিনেটরে তারা ২০২০-২১ ব্যাচকে ৮ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে ২০২০-২১ ব্যাচ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। আনোয়ার ও মনোজ রায়ের দাপুটে বোলিংয়ে মাত্র ৯.৩ ওভারে ৬০ রানেই অলআউট হয়ে যায় তারা। দলের হয়ে প্রশান্ত দাস সর্বোচ্চ ২২ রান করেন। আনোয়ার একাই নেন ৪টি উইকেট এবং মনোজ পান ৩টি উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে কোনো বেগ পেতে হয়নি ২০১৪-'১৬ ব্যাচকে। মাত্র ৪ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষে (৬৩ রান) পৌঁছে যায় তারা। দলের জয়ে ৩৫ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন রাজ্য সরকার। বল হাতে বিধ্বংসী পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা হন আনোয়ার। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় ২০১১-১৩ ব্যাচ এবং ২০১৪-১৫ মাধ্যমিক ব্যাচ।

সাকিবের অলরাউন্ড গেম

নিজস্ব প্রতিবেদন

বারবিশা: টানটান উত্তেজনার ম্যাচে অগ্নি বাহিনী একাদশকে ৩ উইকেটে হারিয়ে 'সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ'-এর কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল ডিএফইউসি নর্থবেঙ্গল। গত ৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার অষ্টম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অগ্নি বাহিনী নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬২ রান সংগ্রহ করে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন রবিসিং রাজপুত। ডিএফইউসি-র বোলার সাকিব ২৪ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে রানের গতি আটকে দেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৯.৫ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় ডিএফইউসি। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন সোনা ওঝা (৩৮ বলে ২৫ রান) এবং সাকিব (২৮ রান)। বল হাতে ৩ উইকেট ও ব্যাটে ২৮ রান করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন সাকিব।

জয়ী জাভেদ অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এমজেএন স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশন ১৬ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে জয়ের মুখ দেখল শিলিগুড়ির জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। গত ৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার তারা পাটনা এসবিএস-কে ৩ উইকেটে হারিয়েছে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাটনা ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৭৭ রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর খাড়া করে। আফসার আলির ব্যাট থেকে আসে ঝড়ো ৪০ রান। জাভেদ অ্যাকাডেমির বিবেক পাল ২৬ রানে ২ উইকেট দখল করেন।

জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ১৪ ওভারেই ৭ উইকেটে ১৮২ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে শিলিগুড়ির দলটি। দলের পক্ষে মহম্মদ জাভেদ আলম ৩৩ রান করেন। তবে শেষ পর্যন্ত ক্রিজে টিকে থেকে ৩০ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন শুভম প্রসাদ। অপরাজিত ইনিংসের জন্য শুভম ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন।

মালদা স্কুল রিইউনিয়ন ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

জামালদহ: জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মেগা ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ২০১৭-১৯ ব্যাচ। গত ৫ জানুয়ারি সোমবারের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৬ উইকেটে পরাজিত করেছে ২০১১-১৩ ব্যাচকে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০১১-১৩ ব্যাচ নির্ধারিত ১০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১০৮ রান তোলে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩২ রান করেন বাবাই বর্মন। ২০১৭-১৯ ব্যাচের হয়ে বল হাতে সুজয় সাহা ২ উইকেট দখল করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মারকুটে মেজাজে খেলা শুরু করে ২০১৭-১৯ ব্যাচ। মাত্র ৪.৪ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১১৩ রান তুলে নেয় তারা। দলের হয়ে রাহুল সাহা ৩৯ এবং সুজয় সাহা ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে ম্যাচের সেরা হয়েছেন সুজয়।

বিষ্ণু বর্মন মেমোরিয়াল ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বিষ্ণু বর্মন ফাউন্ডেশন আয়োজিত ১৯ দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বড় জয় পেয়েছে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব। গত ৫ জানুয়ারি সোমবার এমজেএন স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচে তারা বিহারের মধুরমতি ক্রিকেট ক্লাবকে ১২১ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় কল্যাণ স্পোর্টিং। কিয়ান কুমারের ৬৫ রানের ঝকঝকে ইনিংসের ওপর ভর করে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৬২ রানের পাহাড় গড়ে তারা। প্রতিপক্ষ বোলার আকাশকুমার সিং ৬৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। ২৬৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ১৮.৫ ওভারে মাত্র ১৩৩ রানেই গুটিয়ে যায় মধুরমতি ক্লাব। বিহারের দলটির হয়ে ওম মিশ্র সর্বোচ্চ ২৪ রান করেন। ব্যাট হাতে সফল হওয়ার পাশাপাশি বল হাতে ৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন লাল দেব।

কোচবিহারে প্রেস ক্লাব ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: মাঠে কলম আর ক্যামেরার লড়াই ছেড়ে ব্যাট-বলের লড়াইয়ে বাজিমাত করল কোচবিহার প্রেস ক্লাবের জুনিয়র দল। সম্প্রতি প্রেস ক্লাবের অভ্যন্তরীণ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে সিনিয়র দলকে ২৯ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতল তারা।

লিচুতলার মাঠে প্রথমে ব্যাট করে ৮ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১০৫ রান তোলে জুনিয়ররা। দলের হয়ে বিস্ফোরক ব্যাটিং করে ৬৫ রান তোলেন অমিত সরকার। সিনিয়র দলের বোলার দীপনারায়ণ রায় ১৭ রানে ৩ উইকেট নেন। রান তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ৭৬ রানেই থমকে যায় সিনিয়রদের ইনিংস। দলের পক্ষে মনোজ হক সরকার ১৮ রান করেন। জুনিয়র দলের রানা দাস ৯ রানে ৩ উইকেট নিয়ে সিনিয়রদের ইনিংসে ধস নামান। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা নির্বাচিত হয়েছেন অমিত সরকার। ম্যাচে জেলার সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

কোয়ার্টারে আদর্শ সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১৩০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সিতাই মিনি স্টেডিয়ামে আয়োজিত 'সুভাষ কাপ' ক্রিকেটে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল কায়েতেরবাড়ি আদর্শ সংঘ। সম্প্রতি তারা ৫ উইকেটে জাটিগারা নবরণ সংঘকে পরাজিত করে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে নবরণ সংঘ নির্ধারিত ২০ ওভারে মাত্র ৬৯ রানে গুটিয়ে যায়।

সিতাইয়ের পিচে আদর্শ সংঘের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি নবরণ সংঘের ব্যাটাররা। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ১৩ ওভারেই ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় আদর্শ সংঘ।

সেমিফাইনালে মালদা ডোমেস্টিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

সামসি: চাঁচল ক্রিকেট ইউনিটের নকআউট ক্রিকেটে নাঈম একাদশকে ৩ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের পথ প্রশস্ত করল মালদা ডোমেস্টিক ক্লাব। ৬ জানুয়ারি মঙ্গলবার চাঁচল বাহাদুর শা জাফর স্টেডিয়ামে নাঈম একাদশ টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিলেও সুবিধা করতে পারেনি। মালদার বোলার রবি শ্রীওয়ালার গতির কাছে পরাস্ত হয়ে ১৬ ওভারে মাত্র ৯৩ রানেই থেমে যায় তাদের ইনিংস।

রবি মাত্র ১২ রান খরচ করে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা হন। নাঈম একাদশের রেহান খান করেন ৪০ রান। জবাবে লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ১৩.২ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় মালদা ডোমেস্টিক। রাজু দাসের ৩৩ রানের ইনিংসটি জয়ে বড় ভূমিকা রাখে। বুধবার মালদা আড়াইডাঙ্গা একাদশের মুখোমুখি হয় কৌশিক একাদশ।

বিশাখাপত্তনমের টাটা ক্যান্সার সেন্টারে বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কলকাতা: বিমস্টেক দেশগুলির জন্য একটি বিশেষায়িত ক্যান্সার কেয়ারের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ভারতের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টারের হোমি ভাবা ক্যান্সার হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্রে। বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিমস্টেক সদস্য দেশগুলির ৩৫ জন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

গত ৫ জানুয়ারি বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (বিমস্টেক ও সার্ক) সি. এস. আর. রাম এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। তাঁর ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং নেপাল সহ বিমস্টেক সদস্য দেশগুলির ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। এই অঞ্চলে ক্যান্সারের ক্রমবর্ধমান হার এবং উন্নত মানের চিকিৎসায় অসম সুযোগের কথা উল্লেখ করে তিনি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরির ওপর জোর দিয়েছেন।

বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "স্বাস্থ্যসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ভারতের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলের দেশগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশ মন্ত্রক এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, ষষ্ঠ বিমস্টেক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রকল্পের বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন। চার সপ্তাহব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি অনকো-প্যাথলজি, অনকো-নার্সিং, প্যালিয়েটিভ মেডিসিন, প্রিভেন্টিভ অনকোলজি এবং রেডিয়েশন অনকোলজির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির ওপর আলোকপাত করে। এর মধ্যে অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক এবং থেরাপিউটিক প্রযুক্তির ওপর উন্নত কর্মশালাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিমস্টেক দেশগুলির মোট ৩৫ জন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এই কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন।"

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল জুড়ে ক্যান্সার যত্ন পরিষেবাগুলিকে শক্তিশালী করা এবং কাঠামোগত প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে অনকোলজি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ভারতের 'নেবারহুড ফার্স্ট', 'অ্যাক্ট ইস্ট' এবং 'মহাসাগর' নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে এই কর্মসূচি বিমস্টেক দেশগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরও গভীর করবে।

সুইগি 'হাউ কলকাতা সুইগি'ড ২০২৫' রিপোর্টে চিকেন ফ্রাইয়ের জয়

কলকাতা: ২০২৫ সালে কলকাতার খাদ্যাভ্যাসের এক চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করেছে অনলাইন ফুড ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম সুইগি। তাদের বার্ষিক রিপোর্ট 'হাউ কলকাতা সুইগি'ড ২০২৫' অনুযায়ী, এ বছর বিরিয়ানিকে হারিয়ে সুইগির তালিকার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে 'চিকেন ফ্রাই'। মোট ১৭.২ লক্ষ বার চিকেন ফ্রাইয়ের অর্ডার দিয়ে শহরবাসী তাঁদের প্রোটিন-প্রীতির প্রমাণ দিয়েছেন। মোট ৩৪.৯ লক্ষ বিরিয়ানি অর্ডারের মাধ্যমে কলকাতা সারা দেশের মধ্যে পঞ্চম স্থান দখল করেছে। এর মধ্যে চিকেন বিরিয়ানি ছিল দ্বিতীয় জনপ্রিয় পদ।

প্রায় ৩.৯ লক্ষ অর্ডারের সঙ্গে ব্রেকফাস্টের তালিকায় রাজত্ব করেছে নিরামিষ কচুরি, যার পরেই ছিল ইডলি ও দোসা। বিকেলের আড্ডায় চিকেন রোল এবং মোমো ছিল অন্যতম পছন্দের। সুইগি জানিয়েছে, গত বছরের তুলনায় ডিনার অর্ডারে ১৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। গভীর রাতের ক্ষিদে মেটাতেও বিরিয়ানি, চিকেন বার্গার এবং নাগেটসের ওপর ভরসা রেখেছেন শহরবাসী। মিষ্টির ক্ষেত্রে গোলাপ জাম ও কাজু বরফি শীর্ষস্থানে। তবে, ঐতিহ্যবাহী গুড়ের সন্দেশ ও রসগোল্লার চাহিদাও বেশ।

দুর্গাপুজোর সময় শহরের উৎসবের মেজাজ ছিল সুইগির অর্ডারে। ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রতি মিনিটে গড়ে ৬০টির বেশি অর্ডার জমা পড়েছে, যা একসময় মিনিটে ১৯৭টি অর্ডারেও পৌঁছায়। জনৈক গ্রাহক একাই ১৮,০০০ টাকার খাবার অর্ডার করে উৎসব উদযাপন করেছেন। এছাড়াও, সুইগি ডাইনআউটের মাধ্যমে ৯ লক্ষেরও বেশি মানুষ রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার সুবিধা নিয়েছেন এবং মোট ২৫.২৮ কোটি টাকা সাশ্রয় করেছেন। প্রিমিয়াম ডাইনিংয়ের ক্ষেত্রেও ৬৬.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। সুইগি ফুড মার্কেটপ্লেসের চিফ বিজনেস অফিসার সিদ্ধার্থ ভাকু জানান, ২০২৫ সালে কলকাতায় ঐতিহ্যবাহী পদের পাশাপাশি জাতীয় স্তরে জনপ্রিয় খাবারগুলোর এক চমৎকার মেলবন্ধন দেখা গিয়েছে। প্রতিটি খাবার ও উদযাপনের অংশ হতে পেরে সুইগি গর্বিত।

হিন্দুস্তান জিঙ্ক ও সাইলক্স ইন্ডিয়ার অংশীদারিত্ব, ইকোজেনের ব্যবহার বৃদ্ধি

কলকাতা: বিশ্বের বৃহত্তম ইন্টিগ্রেটেড জিঙ্ক উৎপাদক 'হিন্দুস্তান জিঙ্ক লিমিটেড' এবং শীর্ষস্থানীয় কেমিক্যাল প্রস্তুতকারক 'সাইলক্স ইন্ডিয়া' তাদের দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করার কথা ঘোষণা করেছে। এই চুক্তির আওতায় সাইলক্স ইন্ডিয়া তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় হিন্দুস্তান জিঙ্কের লো-কার্বন ব্র্যান্ড 'ইকোজেন' ব্যবহার করবে, যা শিল্পক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সম্পূর্ণ নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত 'ইকোজেন' এশিয়ার প্রথম লো-কার্বন জিঙ্ক। এর কার্বন ফুটপ্রিন্ট কম। প্রতি টন জিঙ্কে যা এক টনেরও কম কার্বনডাই অক্সাইড নির্গত করে, যা বৈশ্বিক শিল্পাঞ্চলে গড়ের তুলনায় প্রায় ৭৫% কম। এই জিঙ্ক ব্যবহারের মাধ্যমে সাইলক্স ইন্ডিয়া তাদের রাসায়নিক পণ্যগুলোর গুণমান বজায় রেখে পরিবেশগত প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে পারবে।

হিন্দুস্তান জিঙ্ক-এর সিইও এবং হোল-টাইম ডিরেক্টর অরুণ মিশ্র বলেন, "আমাদের লক্ষ্য কেবল নিজেদের কার্বন নিঃসরণ কমানো নয়, বরং আমাদের পণ্য ব্যবহারকারী শিল্পগুলোকেও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে সাহায্য করা। সাইলক্স ইন্ডিয়ার মতো অংশীদারদের সঙ্গে আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে বৃহৎ পরিসরে লো-কার্বন সমাধান পৌঁছে দিচ্ছি।" সাইলক্স ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রকাশ রমন জানান, "ইকোজেন আমাদের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের রোডম্যাপকে ত্বরান্বিত করবে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার দ্রুত হোম ডেলিভারি পরিষেবা

শিলিগুড়ি: স্বাস্থ্য ও সুস্থতা ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় সংস্থা অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া, আজ তাদের হোম ডেলিভারি কার্যক্রমকে আরও দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে চলেছে। এই আধুনিকীকরণ দেশজুড়ে ডিস্ট্রিবিউটর এবং গ্রাহকদের কাছে একটি দ্রুততর, আরও নির্ভরযোগ্য এবং সহজেই অর্ডার করার অভিজ্ঞতা এনে দেবে। গত পাঁচ বছরে, অ্যামওয়ের ডেলিভারির গতিতে বড় পরিবর্তন এসেছে। সরবরাহের সময় ৪৮% হ্রাস পেয়েছে (৩.১ দিন থেকে মাত্র ১.৬ দিনে নেমে এসেছে) এবং নেক্সট ডে ডেলিভারির হার ২৯% থেকে বেড়ে ৫৫% ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই উন্নত অভিজ্ঞতা এখন ভারতের ৯০%-এরও বেশি পিনকোডে পৌঁছে যাচ্ছে, যা আগে ছিল ৮,০০০ এবং বর্তমানে তা ১৭,৫০০-এরও বেশি। এই মাইলফলক ভারতের গ্রাহকদের কাছে মানসম্মত 'ওয়েলনেস' পণ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রতি অ্যামওয়ের অবিচল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

এই রূপান্তর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনীশ চোপড়া বলেন, "আমাদের কৌশলের কেন্দ্রে রয়েছে ডিস্ট্রিবিউটর এবং গ্রাহক। আমরা হোম ডেলিভারিকে একটি কৌশলগত স্তম্ভ হিসেবে তৈরি করছি, যা উন্নত পরিষেবা এবং পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে।"

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার গ্লোবাল ওমনি চ্যানেল লজিস্টিকস, কাস্টমার সার্ভিসেস এবং উত্তর অঞ্চলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব সুরি বলেন, "সাপ্লাই চেইন এখন শুধু খরচ কমানোর মাধ্যম নয়, বরং ভ্যালু তৈরির একটি মাধ্যম। আমরা এআই এবং ডিজিটাল সরঞ্জামগুলিকে একীভূত করে গ্রাহকদের রিয়েল-টাইম ভিজিবিলিটি দিচ্ছি এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবা নিশ্চিত করছি।"

অ্যামওয়ে বর্তমানে দেশজুড়ে ২৩টি গুদাম পরিচালনা করে, যেখানে অত্যাধুনিক 'পিক-টু-লাইট' প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্ডারের কাজ সম্পন্ন হয়। বর্তমানে প্রতি মাসে ২ লক্ষেরও বেশি হোম ডেলিভারি অর্ডার পূরণ করা হচ্ছে এবং এর মধ্যে ৯৯.২% ক্ষেত্রে নিখুঁত ডেলিভারি নিশ্চিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মোট বিক্রয়ের ৭৬% এখন অনলাইন মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এছাড়া গ্রাহকদের সুবিধার্থে ১৯০০-এর বেশি পিনকোডে ডোরস্টেপ রিটার্ন পিকআপ সুবিধা এবং যেকোনও অ্যামওয়ে স্টোরে ৩০ দিনের রিটার্ন পলিসি রাখা হয়েছে।

আগামী দিনে, অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া প্রিমিয়াম এবং পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিংয়ের চালু করতে চলেছে। অ্যামওয়ের পণ্যগুলি অ্যামওয়ে ডিস্ট্রিবিউটর, সংস্থার ওয়েবসাইট (www.amway.in) এবং ভারতজুড়ে থাকা অ্যামওয়ে স্টোরগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে।

চাকরীর বাজারে অপ্রস্তুত ৮৪% ভারতীয়: লিঙ্কড ইন

কলকাতা: লিঙ্কডইনের নতুন গবেষণা অনুযায়ী, ক্যারিয়ার পরিবর্তনের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারতের ৮৪% পেশাদার এই বছর চাকরির বাজারে টিকে থাকার বিষয়ে নিজেদের অপ্রস্তুত মনে করছেন। যদিও ৭২% কর্মী সক্রিয়ভাবে নতুন ভূমিকা খুঁজছেন, তবে ৭৬% জানিয়েছেন যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বদলে যাওয়ায় চাকরি খোঁজা আগের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই গবেষণায় একটি ক্রমবর্ধমান "এআই প্যারাডক্স" বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে। একদিকে যেখানে ৮৭% পেশাদার কর্মক্ষেত্রে এআই ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, অন্যদিকে অনেকেই মনে করছেন যে এআই-চালিত নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলো অত্যন্ত যান্ত্রিক এবং জটিল। তবে, এআই এখন চাকরিপ্রার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবেও কাজ করছে; ৯৪% চাকরিপ্রার্থী তাদের অনুসন্ধানে এআই টুল ব্যবহারের পরিকল্পনা করছেন এবং ৬৬% মনে করেন এটি তাদের ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতিতে আত্মবিশ্বাস জোগায়।

লিঙ্কডইনের তথ্য বলছে যে ২০২২ সালের শুরুর তুলনায় ভারতে প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে আবেদনকারীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। এই চাপের কারণে পেশাদাররা এখন নতুন দিগন্তের সন্ধান করছেন। ৩০%-এরও বেশি জেন এক্স এবং জেন জেড তাদের বর্তমান শিল্প বা কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তনের কথা ভাবছেন।

গ্রো মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে এল 'গ্রো স্মল ক্যাপ ফান্ড'

শিলিগুড়ি: গ্রো মিউচুয়াল ফান্ড আজ তাদের নতুন ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি স্কিম 'গ্রো স্মল ক্যাপ ফান্ড' লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। এই ফান্ডের নিউ ফান্ড অফার খুলবে ৮ জানুয়ারি থেকে। ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য অফার খোলা থাকবে। এই স্কিমটি মূলত গ্রো মিউচুয়াল ফান্ডের নিজস্ব কিউজিএআরপি ফ্রেমওয়ার্ক (কোয়ালিটি অযান্ড গ্রোথ অ্যাট আ রিজনেবল প্রাইস) মেনে পরিচালিত হবে। এটি উন্নত গুণমান এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এমন স্মল ক্যাপ কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্য রাখে। ফান্ডটি একটি 'ট্রু-টু-লেবেল' কৌশল অনুসরণ করবে, যেখানে কোনও লার্জ ক্যাপ এক্সপোজার না রেখে মূলত ক্ষুদ্র বা স্মল ক্যাপ কোম্পানিগুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এই ফান্ডের পারফরম্যান্স যাচাই করার জন্য বেঞ্চমার্ক হিসেবে নিফটি স্মলক্যাপ ২৫০ ইনডেক্স – টিআরআই ব্যবহার করা হবে এবং এটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজার অনুপম তিওয়ারি। আগ্রহী বিনিয়োগকারীরা মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে এই স্কিমে তাঁদের ন্যূনতম বিনিয়োগ শুরু করতে পারবেন এবং এরপর ১ টাকার গুণিতকে যেকোনও পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ থাকবে। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইউনিট বরাদ্দের তারিখ থেকে ১ বছরের মধ্যে বিনিয়োগ করা অর্থ তুলে নিলে ১% হারে এক্সিট লোড বা চার্জ প্রযোজ্য হবে, যদিও নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর টাকা তুললে কোনও অতিরিক্ত চার্জ লাগবে না।

ভারতের ক্রমবর্ধমান পরিকাঠামো ব্যয়, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের প্রসার এবং সহজলভ্য ঋণের কারণে ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলো বর্তমানে দ্রুত বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে, লার্জ ক্যাপের তুলনায় স্মল ক্যাপ কোম্পানিগুলোর দীর্ঘমেয়াদে বেশি রিটার্ন দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে এই খাতের ভ্যালুয়েশন যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে থাকায় এটি বিনিয়োগের জন্য একটি আদর্শ সময় হতে পারে বলে মনে করছে গ্রো মিউচুয়াল ফান্ড। বিনিয়োগকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে বিনিয়োগের আগে স্কিম সংক্রান্ত নথিপত্রগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে নিতে। কারণ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগে যথেষ্ট বাজারগত ঝুঁকি রয়েছে।

কেএফসি ইন্ডিয়া নিয়ে এল ‘ডাঙ্কড’ রেঞ্জ

শিলিগুড়ি: ২০২৬ সালকে আরও মুখরোচক করে তুলতে কেএফসি ইন্ডিয়া বাজারে নিয়ে এল তাদের একেবারে নতুন ‘ডাঙ্কড’ রেঞ্জ। কেএফসি-র জনপ্রিয় আইটেমগুলোকে এবার দেওয়া হয়েছে এক ঝাঁঝালো এবং সস ভর্তি টুইস্ট। নতুন এই বিশেষ আয়োজনে কেএফসি-র আইকনিক ‘ফিঙ্গার লিকিন’ গুড’ চিকেনকে নিয়ে সেটিকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে সুস্বাদু ‘ফায়ারি টেক্সাস বারবিকিউ’ সসে। এর ফলে চিকেনের প্রতি কামড়ে পাওয়া যাবে মশলাদার সসের গভীর স্বাদ। এই নতুন তালিকার মধ্যে রয়েছে জুসি চিকেন ফিলে দেওয়া ক্লাসিক জিঙ্গার বার্গার, মুচমুচে চিকেন উইংস, লেগ পিস এবং বোনলেস চিকেন স্ট্রিপস। এই প্রতিটি পদই পরিবেশনের আগে ফায়ারি টেক্সাস বারবিকিউ সসে ভিজিয়ে দেওয়া হবে। কেএফসি-র নতুন এই ডাঙ্কড রেঞ্জ ভারতের ১৩০০-র বেশি আউটলেটে ডাইন-ইন এবং টেকঅ্যাওয়ের জন্য উপলব্ধ। এছাড়া কেএফসি অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য ফুড ডেলিভারি অ্যাপের মাধ্যমেও অর্ডার করা যাবে। কেএফসি ফ্যানরা চাইলে অ্যাপের মাধ্যমে আগে থেকেই অর্ডার করে লম্বা লাইন এড়িয়ে সরাসরি এই খাবারের স্বাদ নিতে পারেন। এই নতুন রেঞ্জের খাবারের দাম শুরু হচ্ছে মাত্র ৮৯ টাকা থেকে।

২০২৬ সালে বাড়বে বিদেশি বিনিয়োগ: কমলেশ রাও

আসানসোল: ২০২৫ সালের দুর্দান্ত সাফল্যের পর ২০২৬ সালেও দেশের জীবন বীমা খাতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ইন্সুরেন্স অ্যাওয়ারনেস কমিটি (আইএসি-লাইফ)-এর চেয়ারপারসন কমলেশ রাও। তাঁর মতে, গত এক বছরে সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নেওয়া একাধিক পদক্ষেপ জীবন বীমাকে সমাজকল্যাণের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি জানান, ২০২৫ সালটি ছিল গ্রাহক-কেন্দ্রিক নানা উদ্যোগের জন্য স্মরণীয়। বছরের শুরুতেই সমর্পণ মূল্য বা সারেন্ডার ভ্যালু সংক্রান্ত নতুন নিয়ম গ্রাহকদের অনেক বেশি সুরক্ষা দিয়েছে। এর পাশাপাশি, জিএসটি ছাড় এবং বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইআরডিএআই-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ‘বিমা সুগম’ পোর্টাল চালু হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে বীমা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া অনেক সহজ হয়েছে।

বর্তমানে জীবন বীমার বাজারের চাহিদা বদলাচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, এখন মানুষ কেবল সঞ্চয় নয়, বরং সুরক্ষা, বার্ষিক বৃত্তি এবং অবসরকালীন সঞ্চয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো যেভাবে আর্থিক নিরাপত্তার দিকে ঝুঁকছে, তাতে বীমা সংস্থাগুলো ২০২৬ সালে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী পণ্য বাজারে আনতে বাধ্য হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বীমা কেনা ও দাবি মেটানোর প্রক্রিয়াকে আরও সহজতর করবে।

তার মতে, আগামী বছরের অন্যতম বড় সম্ভাবনা হল সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) সংক্রান্ত নিয়ম শিথিল হওয়া। এর ফলে বিশ্বের বড় বড় বীমা সংস্থাগুলো ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে পারে। রাও মনে করেন, “বেশি সংখ্যক আন্তর্জাতিক সংস্থা বাজারে এলে সুস্থ প্রতিযোগিতা বাড়বে।” ইতিবাচক আইনি পরিবেশ এবং ক্রমবর্ধমান জনসচেতনতাকে পুঁজি করে ২০২৬ সালে বীমা শিল্পে এক টেকসই প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে বলে দাবি করেছেন আইএসি-লাইফের প্রধান।

সঙ্গীতের সূত্রেই বাড়ছে কনসার্ট ট্যুরিজম

শিলিগুড়ি: তরুণ ভারতীয়দের ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে এখন অন্যতম কারণ হিসেবে উঠে এসেছে সঙ্গীত। এয়ারবিএনবি-র নতুন ‘এক্সপেরিয়েন্স-লেড ট্রাভেল ইনসাইটস’ থেকে জানা গিয়েছে যে, জেন-জি (জেড) প্রজন্মের প্রতিনিধিরা এখন লাইভ কনসার্ট এবং মিউজিক ফেস্টিভ্যাল বা সঙ্গীত উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করছেন। এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো তাদের কাছে নতুন শহর এবং স্থানীয় এলাকা ঘুরে দেখার একটি মাধ্যম হয়ে উঠছে। এয়ারবিএনবি-র ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কান্ট্রি হেড আমনপ্রীত সিং বাজাজ জানান যে, কনসার্ট ট্যুরিজম তরুণ পর্যটকদের নতুন নতুন এলাকার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে এবং গ্রুপ স্টের চাহিদা বাড়াচ্ছে।

এয়ারবিএনবি-এর ট্রাভেল ইনসাইটস অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৬২% জেন-জি এখন লাইভ কনসার্ট এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদের ভ্রমণের পরিকল্পনা করে। এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে ৩৬% তরুণ পর্যটক কোনও অনুষ্ঠানের ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই ভ্রমণের বুকিং করে নেন এবং অনেক সময় আমেরিকা, ইউরোপ বা এশিয়ার মতো আন্তর্জাতিক গন্তব্যে পাড়ি দেন। সঙ্গীতের পাশাপাশি এই পর্যটকরা স্থানীয় অর্থনীতিকেও সমৃদ্ধ করছেন; প্রায় ৭৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তারা শুধুমাত্র কনসার্টের জন্যই কোনও নতুন শহরে গিয়েছেন এবং অর্ধেকেরও বেশি পর্যটক স্থানীয় ক্যাফে ও সংস্কৃতি ঘুরে দেখার জন্য তাদের ভ্রমণের সময়সীমাও বাড়িয়েছেন। গড়ে প্রতি ভ্রমণে ৫১,০০০ টাকা খরচ করে এই প্রজন্ম প্রথাগত ছুটির ক্যালেন্ডারের চেয়ে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতাকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে।

এই ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে এয়ারবিএনবি ২০২৬ সালের মুম্বই সংস্করণের জন্য ‘লোলাপালুজা ইন্ডিয়া’-র সঙ্গে তাদের প্রথম বৈশ্বিক লাইভ মিউজিক পার্টনারশিপের কথা ঘোষণা করেছে। আগামী ২৪-২৫ জানুয়ারি মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে আয়োজিত এই উৎসবে ভক্তদের জন্য অনন্য অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই এই অংশীদারিত্বের লক্ষ্য। এই উদ্যোগ প্রমাণ করে যে লাইভ ইভেন্ট ভ্রমণ শিল্পকে নতুন রূপ দিচ্ছে।

শিলিগুড়িতে শ্যুটিং প্রশিক্ষণে ভুটানের খেলোয়াড়রা

কলকাতা: একটি উচ্চমানের প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে ভুটানের ১৩ জন শুটার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন। ভারত ও ভুটানের অন্তর্বর্তী পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ৭ থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত দুই সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ভুটানে শ্যুটিং খেলার মানোন্নয়নে এটি একটি বড় পদক্ষেপ এবং এর মাধ্যমে অ্যাথলিটরা আন্তর্জাতিক স্তরে আরও ভালো পারফরম্যান্স করতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ভুটান শ্যুটিং ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, “আমাদের মোট ১৩ জন জাতীয় অ্যাথলিট (৫ জন রাইফেল এবং ৮ জন পিস্তল শুটার) এবং ২ জন কোচ শিলিগুড়ির ‘জিতু রাই শ্যুটিং অ্যাকাডেমি’-তে পৌঁছেছেন। এবং অ্যাকাডেমি টিমের পক্ষ থেকে তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। এই কর্মসূচিটি ভারত-ভুটান পার্টনারশিপ

প্রোগ্রামের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এই ক্যাম্পের লক্ষ্য হল ভুটানের শুটারদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করা এবং আন্তর্জাতিক স্তরের অভিজ্ঞতা প্রদান করা।”

ভারতের ‘প্রতিবেশী প্রথম’ (নেইবারহুড ফার্স্ট) নীতির আওতায় পরিকাঠামো, জ্বালানি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রেও প্রতিবেশী দেশগুলোকে সহায়তা দিয়ে আসছে ভারত। ভুটানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘এক্স’-এ জানিয়েছে, “শিলিগুড়িতে ভুটানের জাতীয় শুটারদের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে সহায়তা করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই দুই সপ্তাহের শিবির ভারত-ভুটান ক্রীড়া অংশীদারিত্ব এবং যুব উন্নয়নের দৃঢ় সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। অ্যাথলিট ও কোচদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে অনেক শুভকামনা রইল।” ভুটান সরকার ও সেদেশের জনগণের পক্ষ থেকে ভুটান শ্যুটিং ফেডারেশন ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। ভুটানের খেলোয়াড়দের প্রতিভা বিকাশে ভারতের এই ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

‘ইজি কনস্ট্রাকশন’-এর পরিচালনায় হাওড়ায় ফেনেস্তা

হাওড়া: প্রিমিয়াম জানালা এবং দরজা প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড ফেনেস্তা হাওড়ায় তাদের একটি নতুন শোরুম চালু করেছে। এতে পূর্ব ভারতে ফেনেস্তার ব্যবসায়িক পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। ‘ইজি কনস্ট্রাকশন’-এর পরিচালনায় এই শোরুমটি হাওড়ার বেলুড়, গিরিশ ঘোষ রোডের স্বামীজি অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। এটি পশ্চিমবঙ্গে ফেনেস্তা-র ১৪তম এবং হাওড়ায় প্রথম শোরুম।

এই নতুন শোরুমটিতে গ্রাহকরা ফেনেস্তা-র বিভিন্ন পণ্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পাবেন। এখানে ইউপিভিসি এবং অ্যালুমিনিয়াম জানালা ও দরজা, সলিড প্যানেল ডোর এবং ফেসেডের এক বিশাল সংগ্রহ থাকছে। আধুনিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কথা মাথায় রেখে এবং উন্নত জীবনযাত্রার চাহিদার কথা ভেবেই এই শোরুমটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এই শোরুমটি বাড়ির মালিক, স্থপতি এবং নির্মাতাদের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ ডেস্টিনেশন হয়ে উঠবে।

শোরুমটির উদ্বোধন প্রসঙ্গে ফেনেস্তা-র বিজনেস হেড সাকেত জৈন বলেন, “উচ্চমানের, টেকসই এবং আধুনিক ডিজাইনের জানালা-দরজার চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ ফেনেস্তার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার। ইজি কনস্ট্রাকশন-এর সহযোগিতায় হাওড়ার এই নতুন শোরুমটি গ্রাহকদের কাছে আমাদের প্রিমিয়াম পণ্যগুলোকে আরও সহজে পৌঁছে দেবে।“

বর্তমানে ভারত জুড়ে ফেনেস্তা-র ৪০০-র বেশি ডিলারের একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক রয়েছে। এছাড়া নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা এবং ঘানাতেও তাদের আন্তর্জাতিক উপস্থিতি বাড়ছে। উদ্ভাবন, গুণমান এবং স্থায়িত্বের ওপর নজর দিয়ে ফেনেস্তা ভারতীয় বাজারে জানালা ও দরজার সেক্টরকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে।

ন্যুভোকো নিয়ে এল উন্নত প্রযুক্তির ‘কংক্রেটো ট্রাই শিল্ড’

NUVOCO® | CONCRETO® TRI SHIELD

কলকাতা: ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত বিল্ডিং মেটেরিয়াল সংস্থা ন্যুভোকো ভিস্তাস কর্পোরেশন লিমিটেড তাদের ফ্ল্যাগশিপ পোর্টফোলিও থেকে ‘ন্যুভোকো কংক্রেটো ট্রাই শিল্ড’ লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। এটি একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন রেডি-মিক্স কংক্রিট, যা কাঠামোর স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘায়ু বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রতিকূল পরিবেশ থেকে নির্মাণকে রক্ষা করতে এতে থ্রি-ইন-ওয়ান সুরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

উপকূলীয় বাতাস বা বোরওয়েলের জলে থাকা ক্লোরাইড, শহুরে দূষণের কারণে দ্রুত কার্বোনেশন এবং মাটির সালফেট, এই তিনটি প্রধান উপাদানের ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবিলা করতে সক্ষম এই পণ্যটি। সাধারণ কংক্রিটের তুলনায় এটি ক্লোরাইড প্রবেশ ৫০% হ্রাস করে রডকে মরিচা থেকে বাঁচায়। একইভাবে, কার্বোনেশন শিল্ড এবং সালফেট শিল্ড কাঠামোর ফাটল রোধ করে এর আয়ুষ্কাল ৫০% পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়।

এই পণ্যের গুণমান ন্যুভোকো-র এনএবিএল স্বীকৃত উদ্ভাবন কেন্দ্রে কঠোরভাবে পরীক্ষিত এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (এএসটিএম ও আইএস) মেনে চলে। এটি বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, হোটেল, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের জন্য আদর্শ। ন্যুভোকো ভিস্তাস-এর মার্কেটিং ও ইনোভেশন প্রধান চিরাগ শাহ বলেন, “ন্যুভোকো কংক্রেটো ট্রাই শিল্ড গ্রাহকদের বাস্তব নির্মাণ সমস্যার সমাধান দিতে আমাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। অকাল ক্ষয় রোধ এবং মেরামত চক্র দীর্ঘায়িত করতে এই উদ্ভাবনী ফর্মুলাটি তৈরি করা হয়েছে। এটি আমাদের গ্রাহক-কেন্দ্রিক এবং ভবিষ্যৎমুখী নির্মাণ সমাধানের একটি বড় পদক্ষেপ।”

পশ্চিমবঙ্গে মোবাইল নেটওয়ার্কের মান যাচাইয়ে টিআরএআই

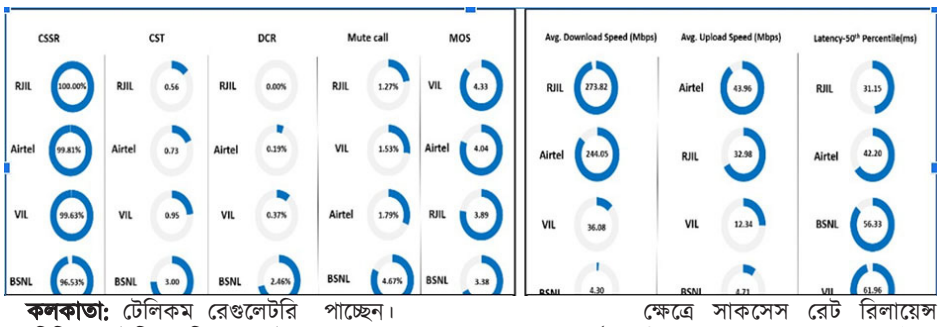

কলকাতা: টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (টিআরএআই) সম্প্রতি কলকাতা জেলা এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কিছু অংশে মোবাইল নেটওয়ার্কের গুণমান নিয়ে একটি বিশেষ সমীক্ষা (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ড্রাইভ টেস্ট) চালিয়েছে। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে পরিচালিত এই পরীক্ষায় দেখা হয় সাধারণ মানুষ বাস্তবে কেমন মোবাইল পরিষেবা পাচ্ছেন।

গত ১০ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলে। শহরের প্রায় ৩০৮ কিলোমিটার রাস্তা, ১০টি গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থান (হটস্পট) এবং ৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় হেঁটে (ওয়াক টেস্ট) নেটওয়ার্কের মান যাচাই করা হয়েছে। এতে ২জি, ৩জি, ৪জি-র পাশাপাশি ৫জি পরিষেবার ওপরেও নজর দেওয়া হয়েছে। ফোন করার ক্ষেত্রে সাকসেস রেট রিলায়েন্স জিওতে ১০০% এবং এয়ারটেলে ৯৯.৮১%। এরাই সবথেকে এগিয়ে। বিএসএনএল-এর সাকসেস রেট ৯৬.৫৩%। কথা বলতে বলতে ফোন কেটে যাওয়ার হার জিও-তে ০%, যেখানে বিএসএনএল-এ তা ২.৪৬%। ৫জি পরিষেবায় সর্বোচ্চ গড় ডাউনলোড স্পিড পাওয়া গিয়েছে ২৭৩.৮২ এমবিপিএস এবং আপলোড স্পিড ৪৩.৯৬ এমবিপিএস। বিএসএনএল-এর ক্ষেত্রে প্রায় ৭.৮৯% রাস্তায় সিগন্যাল দুর্বল ছিল। এয়ারটেল ও জিও-র ক্ষেত্রে এই সমস্যা ১ শতাংশেরও কম।

যেসব এলাকায় পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে ছিল বারুইপুর, রাজপুর সোনারপুর, নিউটাউন, সল্টলেক, বারাসাত, ব্যারাকপুর এবং মধ্যমগ্রামের মতো এলাকা। এছাড়াও আইআইএম জোকা, সায়েন্স সিটি ও ইকো পার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও পরীক্ষা চালানো হয়েছে।টিআরএআই জানিয়েছে, এই ফলাফল সংশ্লিষ্ট টেলিকম সংস্থাগুলোকে জানানো হয়েছে যাতে তারা পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে পারে। বিস্তারিত রিপোর্ট টিআরএআই-এর ওয়েবসাইট (www.trai.gov.in)-এ পাওয়া যাবে।

মাদার'স রেসিপি নিয়ে এল 'মম এফইউ' ক্যাম্পেইন

আগরতলা: ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় খাদ্যপণ্য ব্র্যান্ড 'মাদার'স রেসিপি' উত্তর-পূর্ব ভারতের বাজারের জন্য তাদের নতুন ক্যাম্পেইন "মম এফইউ: মা কা প্যায়ার ইন এ নিউ অবতার" শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে। উৎসবের মরসুম থেকে শুরু করে ২০২৬ সালের জানুয়ারির শুরু পর্যন্ত এই ক্যাম্পেইনটি চলবে। এর মূল লক্ষ্য হল আধুনিক রান্নাঘরে ব্র্যান্ডটির বিশেষ 'রেসিপি সস' রেঞ্জকে একটি গোপন এবং অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

এই ক্যাম্পেইনটি মূলত গুয়াহাটি, ডিমাপুর, আগরতলা এবং আইজলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে অনেক পরিবারই বাড়িতে রেস্তোরাঁর মতো প্যান-এশীয় স্বাদের খাবার তৈরি করতে পছন্দ করেন। সেই আধুনিক চাহিদার কথা মাথায় রেখেই ঘরে তৈরি খাবারের অকৃত্রিম স্বাদ ও মমতা বজায় রাখতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সসগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই বাড়িতে রেস্তোরাঁর মতো স্টির-ফ্রাই বা স্ন্যাকস তৈরি করা যাবে।

মাদার্স রেসিপির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সঞ্জনা দেশাই বলেন, "মায়েরা সবসময়ই খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ খাবারকেও বিশেষ করে তুলতে পারেন। 'মম এফইউ'-এর মাধ্যমে আমরা সেই দারুণ স্বাদ এবং মায়ের হাতের মমতা ও অনুভূতিকে একসাথে নিয়ে এসেছি। সোশ্যাল মিডিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে বড় পরিসরে প্রচারণা চলছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের স্থানীয় উৎসব এবং এখানকার আতিথেয়তার কথা মাথায় রেখে বিশেষ কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে।

নতুন ডিজাইনে স্যামসাং নিয়ে এল গ্যালাক্সি বুক৬

কলকাতা: আলট্রা, গ্যালাক্সি বুক৬ প্রো এবং গ্যালাক্সি বুক৬ লঞ্চ করেছে। ইন্টেলের সর্বাধুনিক কোর আল্ট্রা সিরিজ ৩ প্রসেসরের শক্তি এবং অত্যন্ত স্লিক (হালকা ও পাতলা) ডিজাইনের সমন্বয়ে এই সিরিজটির প্রোডাক্টিভিটি ও পারফরম্যান্স এক নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছে। স্যামসাং ইলেকট্রনিক্সের এমএক্স বিজনেসের প্রেসিডেন্ট ও সিওও ওয়ান-জুন চোই বলেন, "গ্যালাক্সি বুক৬ সিরিজের মাধ্যমে আমরা অতুলনীয় গতি এবং শক্তির সঙ্গে নির্ভরযোগ্য এআই-কে যুক্ত করেছি, যা গ্রাহকদের প্রত্যাশিত সৃজনশীলতা ও কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করবে।"

ইন্টেল ১৮এ প্রযুক্তিতে তৈরি চিপসেট সমৃদ্ধ এই ল্যাপটপগুলো দ্রুতগতির সিপিইউ, জিপিইউ এবং এনপিইউ পারফরম্যান্স প্রদান করে। বিশেষ করে গ্যালাক্সি বুক৬ আল্ট্রা-তে রয়েছে এনভিডিয়া® জিফোর্স আরটিএরক্স™ ৫০৭০/৫০৬০ ল্যাপটপ জিপিইউ, যা উচ্চগতির এআই ইমেজ জেনারেশন, ভিডিও এডিটিং এবং গেমিং অভিজ্ঞতাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। প্রথমবারের মতো 'প্রো' মডেলেও উন্নত কুলিংয়ের জন্য ভেপার চেম্বার ব্যবহার করা হয়েছে। সারাদিনের ব্যাটারি লাইফ এবং গ্যালাক্সি এআই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ক্লাউড এবং অন-ডিভাইস ইন্টেলিজেন্সের সুবিধা পাবেন। নিরাপত্তার জন্য এতে রয়েছে স্যামসাং নক্স-এর মাল্টি-লেয়ার হার্ডওয়্যার-ভিত্তিক সুরক্ষা। ২০২৬ সালের জানুয়ারির শেষ দিক থেকে ধূসর (গ্রে) এবং রুপালি (সিলভার) রঙে সারা বিশ্বের বাজারে গ্যালাক্সি বুক৬ সিরিজ পাওয়া যাবে। এছাড়া আইটি পেশাদারদের জন্য এপ্রিল মাসে এর একটি এন্টারপ্রাইজ এডিশনও বাজারে আসবে।

গাইনো সমস্যা আলোচনায় দুর্গাপুরে 'অন্বেষণা'

দুর্গাপুর: পূর্ব ভারতে বাড়তে থাকা গাইনোকোলজিক ক্যান্সারের সমস্যা, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (জিআই) রোগ এবং হৃদরোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দুর্গাপুরে একটি ইন্টারেক্টিভ সেশন আয়োজন করেছে মণিপাল হাসপাতাল, ইএম বাইপাস। হাসপাতালের একটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম হল 'অন্বেষণা'। মেডিকেল এডুকেশন ফর মিডিয়া'-র অধীনে এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়। দুর্গাপুরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসকের দল। ডাঃ অরুণাভ রায়, বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র কনসালটেন্ট, গাইনোকোলজিক অনকোলজি; ডাঃ সুমন্ত দে, বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র কনসালটেন্ট, রোবোটিক, ল্যাপারোস্কোপিক ও জিআই সার্জারি; ডাঃ অশেষ হালদার, কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি প্রমুখ।

ডাঃ অরুণাভ রায় জরায়ুমুখ ও ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের প্রাথমিক সনাক্তকরণের ওপর জোর দেন। তিনি জানান, আধুনিক পদ্ধতিতে ফার্টিলিটি-প্রিজার্ভিং বা প্রজনন ক্ষমতা বজায় রেখেও এখন ক্যান্সারের সফল চিকিৎসা সম্ভব। অন্যদিকে, ডাঃ সুমন্ত দে জানান যে অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারার কারণে পেটের জটিল সমস্যা ও স্থূলতা বাড়ছে। তিনি রোবোটিক এবং উন্নত ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারির সুবিধাগুলো তুলে ধরেন, যার মাধ্যমে রোগীরা দ্রুত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। হৃদরোগের বিষয়ে ডাঃ অশেষ হালদার বলেন, বর্তমানে অল্পবয়সীদের মধ্যেও হার্টের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তিনি মণিপাল হাসপাতালের অত্যাধুনিক ট্রান্সক্যাথেটার অ্যাওর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট এবং জটিল করোনারি ইন্টারভেনশনের মতো উন্নত চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেন।

ইয়ামাহার ৭০তম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ ঘোষণা

কলকাতা: ইয়ামাহা মোটরের ৭০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ভারতে ৫ জানুয়ারি থেকে কোম্পানিটি ইয়ামাহা আর১৫ সিরিজের ওপর ৫,০০০ টাকার বিশেষ সাশ্রয় চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এই বার্ষিকী উদ্যোগের অংশ হিসেবে, ইয়ামাহা আর১৫ সিরিজ এখন ১,৫০,৭০০ টাকা (এক্স-শোরুম, দিল্লি) থেকে শুরু হচ্ছে। এর মাধ্যমে ইয়ামাহা তাদের আইকনিক স্পোর্টস মোটরসাইকেলকে বাইক প্রেমীদের কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

বাজারে আসার পর থেকেই ইয়ামাহা আর১৫ ভারতের এন্ট্রি-লেভেল পারফরম্যান্স মোটরসাইকেলের জন্য বিশেষায়িত সেগমেন্ট তৈরির চেষ্টা করে চলেছে। এর রেসিং ডিজাইন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্যতার জন্য এটি দেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এর গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে। ভারতে ১০ লক্ষেরও বেশি ইউনিট উৎপাদনের মাইলফলক অর্জন করেছে আর১৫। যা ইয়ামাহার শক্তিশালী উৎপাদন ক্ষমতার প্রমাণ। এই সেগমেন্টের 'এস' ভেরিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে ১,৫০,৭০০ টাকা। ভি৪ (V4) ভেরিয়েন্টের দাম ১,৬৬,২০০ টাকা এবং এম ভেরিয়েন্টের দাম ১,৮১,১০০ টাকা।

ইয়ামাহার উন্নত ১৫৫ সিসি লিকুইড-কুলড, ফুয়েল-ইনজেক্টেড ইঞ্জিন, ব্র্যান্ডের নিজস্ব ডায়াসিল সিলিন্ডার প্রযুক্তি এবং বিখ্যাত ডেল্টাবক্স ফ্রেমের সমন্বয়ে তৈরি আর১৫ পারফরম্যান্স ও হ্যান্ডলিংয়ের বিষয়টিকে আরও সহজ, সুবিধাজনক ও উন্নত করে তুলেছে। এই মোটরসাইকেলটি সেগমেন্ট-সেরা পারফরম্যান্সের পাশাপাশি ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম, অ্যাসিস্ট অ্যান্ড স্লিপার ক্লাচ, নির্দিষ্ট ভেরিয়েন্টে কুইক শিফটার, আপসাইড-ডাউন ফ্রন্ট ফর্ক এবং লিঙ্কড-টাইপ মনোক্রস সাসপেনশনের মতো উন্নত বৈশিষ্ট সহ আসে। নতুন ডিজাইন এবং অনবদ্য রেসিং ডিএনএ-র কারণে ইয়ামাহা আর১৫ সিরিজ ভারতের অন্যতম কাঙ্ক্ষিত মোটরসাইকেল হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে।

নতুন বছর, নতুন অভ্যাস: ১০ জনের মধ্যে ৭ জন ভারতীয় বলেন, ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে-ইউগভ সার্ভে প্রকাশ করেছে

নতুন বছরের শুরুতে যখন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লক্ষ্য গুরুত্ব পাচ্ছে, তখন ওজন নিয়ন্ত্রণ প্রায়শই মানুষের রেজোলিউশন তালিকার শীর্ষে থাকে। মানুষ তাদের দৈনন্দিন রুটিন পুনঃসেট করছে এবং আরও সুস্থ ও উদ্দীপনাময় বোধ করার টেকসই উপায় খুঁজছে। এই পরিস্থিতিতে সচেতনভাবে খাওয়া এবং সুষম পুষ্টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, আলমন্ড বোর্ড অফ ক্যালিফর্নিয়ার সহযোগিতায় পরিচালিত নতুন একটি YouGov সার্ভে দেখিয়েছে যে, ভারতীয় ভোক্তারা ক্রমবর্ধমানভাবে স্বাস্থ্যকর পছন্দগুলোকে গ্রহণ করছেন—নিয়মিত ব্যায়াম করা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের সুস্থতার জন্য পুষ্টিগুণে ভরপুর খাবার বেছে নেওয়া পর্যন্ত।

এর মধ্যে, ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম সকালবেলার রুটিন ও সকালের নাস্তার অভ্যাসে বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে। অনেকেই এগুলোকে আরও দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখার অনুভূতি, খিদে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য এবং সারাদিন স্থায়ী শক্তি যোগ করার সঙ্গে সম্পর্কিত করছেন।

ভারতের ১৬টি শহরে পরিচালিত এই সার্ভে আরও দেখায় যে, মানুষ ধীরে ধীরে সামগ্রিক, স্বাস্থ্য-কেন্দ্রিক জীবনধারার দিকে এগোচ্ছে। এক বিশাল অংশ (৯২%) স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছে, যার মধ্যে ৫১% নিয়মিত দৈনন্দিন ব্যায়ামের মাধ্যমে সক্রিয় জীবনধারা অনুসরণ করছে। এছাড়াও, ৬৩% প্রতিক্রিয়াকারী জানিয়েছে যে তারা ওজন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন—প্রায়শই এটি দৈনন্দিন ওয়ার্কআউট, বেশি পানি পান করা এবং চিনি কমানো মতো অভ্যাসের মাধ্যমে করা হয়।

সচেতন খাদ্যাভ্যাসের এই গুরুত্ব ভারতের বাদাম খাওয়ার অভ্যাসেও প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রায় ৪০% প্রতিক্রিয়াকারী জানিয়েছেন যে তারা প্রতিদিন বাদাম খায়, যার মধ্যে প্রায় ৩০% সকালের প্রথম খাবার হিসেবে এবং ২২% নাস্তার সঙ্গে খায়। কেনার অভ্যাসও দৃঢ়—৪৩% মানুষ মাসে একবার বাদাম কিনে, আর ৪৪% সপ্তাহে বা দুই সপ্তাহে একবার করে। পছন্দের ধরনও ভিন্ন: ৩০% ভিজিয়ে বা ভিজিয়ে ছাল ছাড়ানো বাদাম খায়, এবং ২৫% কাঁচা বাদাম খায়। শুকনো ফল খাওয়াদের মধ্যে ৮৬% বাদাম বেছে নেন, যা তাদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে।

আলমন্ড খাওয়ার পেছনের কারণগুলো তাদের পুষ্টিগুণ সম্পর্কে সচেতনতার প্রতিফলন। প্রায় অর্ধেকের বেশি প্রতিক্রিয়াকারী (৫২%) আলমন্ডকে সাধারণ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন, ৪১% তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন, এবং ৩৯% প্রোটিন বজায় রাখার জন্য আলমন্ড খাচ্ছেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে, ৭৫% বলেছেন যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়ার জন্য আলমন্ড তাদের দৈনন্দিন রুটিনের অংশ, আর ৮৪% মানছেন যে এটি একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প। প্রায় ৪০% প্রতিক্রিয়াকারী এমনকি আলমন্ড খাওয়ার সময় ক্যালরি বা ম্যাক্রো ট্র্যাক করেন, যা পুষ্টি সচেতনতার উচ্চ মাত্রা নির্দেশ করে।

এই ইতিবাচক ধারণার ভিত্তি হলো আলমন্ডের প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ। ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ডে ১৫টি

প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যকর চর্বি, খাদ্য রেশা, প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাসিয়াম এবং জিঙ্ক। এগুলো দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত এবং সম্পূর্ণ পুষ্টিকর সংযোজন হিসেবে কাজ করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ আলমন্ড খাওয়ার একটি মূল কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে। ৭০% প্রতিক্রিয়াকারী মনে করেন আলমন্ড স্বাস্থ্যকর ওজন লক্ষ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, আর ৮২% জানিয়েছেন যে নিয়মিত আলমন্ড খাওয়ার পর খিদে নিয়ন্ত্রণ ও ওজন নিয়ন্ত্রণে উন্নতি হয়েছে। প্রায় অর্ধেক (৪৭%) বলেছে যে তারা অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাক্সের পরিবর্তে আলমন্ড গ্রহণ করেছেন, কারণ এতে বেশি ফাইবার, প্রোটিন রয়েছে এবং সহজলভ্য। যদিও ৬৬% মনে করেন অন্যান্য বাদামও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, আলমন্ডের ফাইবার ও পুষ্টিগুণের কারণে এটি এখনও প্রধান পছন্দ। এই বিশ্বাসের কারণে ৮৫% প্রতিক্রিয়াকারী আলমন্ড অন্যদেরও সুপারিশ করছেন। প্রায় ৬৪% মনে করেন আলমন্ড সকল বয়সের জন্য উপযুক্ত, যা এটিকে পরিবারে ব্যবহারযোগ্য একটি বহুমুখী পছন্দ করে তোলে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত আরও স্পষ্টভাবে ভোক্তাদের আচরণকে সমর্থন করে। পুষ্টি ও ওয়েলনেস কনসালট্যান্ট শীলা কৃষ্ণস্বামী বলেছেন: "অনেকে এখন এমন বাস্তবসম্মত এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্দেশনা খুঁজছেন যা তারা সত্যিই অনুসরণ করতে পারে। দ্রুত সমাধানের পরিবর্তে পুষ্টিবিদ, ডায়েটিশিয়ান এবং বিশ্বাসযোগ্য বিশেষজ্ঞদের ওপর ভরসা করার প্রবণতা স্পষ্টভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই আলোচনায় আলমন্ড স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে, কারণ এগুলো পরিচিত, সহজে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং পুষ্টিকর। ১৫টি প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের কারণে আলমন্ড তৃপ্তি বজায় রাখতে এবং সচেতন স্ন্যাকিংয়ে সাহায্য করে—ঠিক সেই কাজ যা ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্বাস্থ্যকর রুটিন গড়ে তুলতে চাওয়া মানুষ চাইছে। ভিজিয়ে খানো হোক বা কাঁচা, সকালে হোক বা সন্ধ্যায়, কিংবা খাবারের অংশ হিসেবে—আলমন্ড প্রতিদিনের সুষম খাদ্যতালিকায় সহজে মানিয়ে যায়।"

রীতিকা সামাদ্দার, রিজিওনাল হেড – ডায়েটেটিক্স, ম্যাক্স হেলথকেয়ার, বলেন: "বছরের শুরুতে আমি লক্ষ্য করি যে আমার অনেক বন্ধু ও ক্লায়েন্ট স্পষ্ট স্বাস্থ্য ও ওজন-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। তবে সবচেয়ে সাধারণ চ্যালেঞ্জ হলো ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। আলমন্ড এই রুটিনগুলোর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই মানিয়ে যায়, কারণ এগুলো পেট ভরায়, সহজে খাদ্যতালিকায় যুক্ত করা যায় এবং পুষ্টিগুণে ভারসাম্যপূর্ণ। আলমন্ডে থাকা ফাইবার, প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং দীর্ঘস্থায়ী শক্তি জোগায়, যা দৈনন্দিন ওজন নিয়ন্ত্রণ ও সক্রিয় জীবনযাপনের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।"

সাংস্কৃতিক অভ্যাসও আলমন্ডের জনপ্রিয়তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতের উত্তরদাতাদের অর্ধেকেরও বেশি জানান যে তারা নিয়মিতভাবে ঐতিহ্যবাহী খাবারে আলমন্ড ব্যবহার করেন। অন্যদিকে, পূর্ব ভারতের ভোক্তারা উৎসব ও বিশেষ অনুষ্ঠানে আলমন্ড ব্যবহারে তুলনামূলকভাবে বেশি আগ্রহী। মুখে-মুখে প্রচার, পুষ্টিবিদ এবং ফিটনেস ইনফ্লুয়েন্সারদের মতো বিশ্বাসযোগ্য তথ্যসূত্র ভোক্তাদের ধারণা গঠনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে ৩৫ বছর ও তার বেশি বয়সী ভোক্তারা পুষ্টি সংক্রান্ত তথ্য জানার ক্ষেত্রে বেশি সক্রিয়, যেখানে ৪৪% জানান যে আলমন্ড কেনার সময় তারা স্বাস্থ্য দাবী ও উপাদানের স্বচ্ছতার দিকে বিশেষ নজর দেন। এই প্রবণতা ৪৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সী এবং দক্ষিণ ভারতের ভোক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

নতুন বছরের শুরুতে ভারতজুড়ে যখন মানুষ ওজন নিয়ন্ত্রণ, ফিটনেস এবং সচেতন খাদ্যাভ্যাসকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের স্বাস্থ্যযাত্রা শুরু করছেন, তখন এই সমীক্ষা স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে আলমন্ড এই লক্ষ্যগুলোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। প্রাকৃতিকভাবে পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ আলমন্ড তৃপ্তি জোগাতে সহায়ক এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে, যা এগুলোকে দৈনন্দিন রুটিনে একটি শক্তিশালী সংযোজন করে তোলে। সকালে ঘুম থেকে উঠে হোক বা নাশতার অংশ হিসেবে, ক্যালিফোর্নিয়া আলমন্ড মানুষকে তাদের রেজোলিউশনে অটল থাকতে সাহায্য করছে—স্বাস্থ্যকর পছন্দকে আরও সহজ, টেকসই এবং দৈনন্দিন জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত করে তুলছে।

এই মৌসুমে শীতকালীন ফ্লু এবং নিউমোনিয়া থেকে দূরে থাকার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

শীত বাড়ার সাথে সাথে কাশি, সর্দি এবং ফ্লু ও নিউমোনিয়ার মতো মৌসুমি সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ছে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভাইরাস সহজে ছড়ায়, যার ফলে বেশি মানুষ অসুস্থ হতে পারে। সুসংবাদ? আপনি নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে কিছু সহজ পদক্ষেপ নিতে পারেন—যেমন ঘনঘন হাত ধোয়া, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং শরীর গরম রাখা।

আপনার সাধারণ ফ্লু হয়েছে নাকি গুরুতর কিছু, তা বোঝা কঠিন হতে পারে কারণ অনেক লক্ষণই প্রায় একই রকম। জ্বর, কাশি, ক্লান্তি, গলা ব্যথা, শরীরে ব্যথা এবং এমনকি শ্বাসকষ্ট সবই ফ্লু বা নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে। যদি এই উপসর্গগুলি অব্যাহত থাকে বা আরও খারাপ হয়, তবে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা সবচেয়ে ভালো।

ডাঃ অরুণ ওয়াধওয়া এমবিবিএস, এমডি – পেডিয়াট্রিক্স, ডঃ অরুণ ওয়াধওয়া ক্লিনিক, দিল্লি, এই মৌসুমে সঠিক রোগ নির্ণয়ের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, "শীতকালীন অসুস্থতা বাড়ার সাথে সাথে, দ্রুত সুস্থ হতে এবং জটিলতা এড়াতে সঠিক রোগ নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি অসুস্থ বোধ করেন তবে তা অবহেলা করবেন না—নিরাপদ ও সুস্থ থাকতে দ্রুত একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিন।"

সময়মতো পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের এই ব্যস্ত জীবনে কেউ অসুস্থ হয়ে ঘরে বসে থাকতে চায় না। এখানেই র্যা পিড টেস্টিং বা দ্রুত পরীক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা ফ্লু এবং নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসযন্ত্রের রোগ নির্ণয়ে একটি দ্রুত ও কার্যকর উপায় প্রদান করে।

ডাঃ সনু ভাটনগর, মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর, ইনফেকশাস ডিজিজেস, অ্যাবট, সময়মতো পরীক্ষা করার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "শ্বাসযন্ত্রের

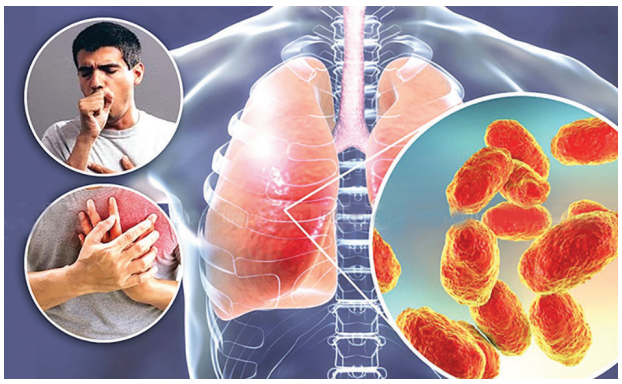

সংক্রমণগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে টেস্ট বা পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন শ্বাসযন্ত্রের রোগের জন্য র্যা পিড টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, যা দ্রুত ও নির্ভুল রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করে।"

এই মৌসুমে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে এখানে কিছু সহজ পদক্ষেপ দেওয়া হলো:

পরীক্ষা করান: আপনি কেন অসুস্থ হচ্ছেন তা জানাই হলো সুস্থ হওয়ার প্রথম ধাপ। যদি আপনার শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের লক্ষণ থাকে, তবে ডাক্তারের সাথে কথা বলুন এবং দ্রুত পরীক্ষা করানোর কথা বিবেচনা করুন। র্যা পিড টেস্ট দ্রুত ফলাফল প্রদান করতে সহায়তা করে, যা আপনার ডাক্তারকে সঠিক চিকিৎসা নির্বাচন করতে সাহায্য করে যাতে আপনি দ্রুত সুস্থ হতে পারেন।

শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন: আপনার লক্ষণগুলো এবং সেগুলোর তীব্রতার দিকে নজর রাখুন। যদি জ্বর বাড়তে থাকে বা কোনো লক্ষণ আরও খারাপ হয়, তবে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

চিকিৎসা করান: দ্রুত রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে আপনি দ্রুত চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ কোর্স বা নির্দেশিকাগুলি যথাযথভাবে মেনে চলুন, যা আপনার লক্ষণগুলো উপশম করতে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করবে।

নিজের যত্ন নিন: প্রচুর বিশ্রাম নিন এবং পর্যাপ্ত ঘুমান। সহজভাবে নিন ও আরাম করুন, নিজেকে হাইড্রেটেড রাখুন (যেমন পর্যাপ্ত জল, সুপ, ডাবের জল বা তাজা ফলের রস পান করুন) এবং পুষ্টিকর খাবার খান।

বাড়িতে থাকুন: যদি আপনার অসুস্থতার লক্ষণ থাকে, তবে নিজেকে আলাদা বা আইসোলেশনে রাখুন যাতে আপনি সেরে ওঠার সময় পান এবং সংক্রমণ যাতে অন্যদের মাঝে না ছড়ায় তাও নিশ্চিত করতে পারেন।

শীত যখন পুরোদমে চলছে, তখন নিজের স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় এক ধাপ এগিয়ে থাকা জরুরি। আপনি যদি সুস্থ থাকেন, তবে হাত ধোয়া, জনাকীর্ণ স্থানে মাস্ক পরা এবং দূরত্ব বজায় রাখার মতো সহজ প্রতিরোধমূলক অভ্যাসগুলো মেনে চলুন। ফ্লু এবং নিউমোনিয়ার টিকা সুরক্ষিত থাকার অন্যতম সেরা উপায়। এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে আপনি নিরাপদে শীত উপভোগ করতে পারবেন এবং প্রিয়জনদের সুস্থ রাখতে পারবেন। আপনাদের শীতকাল আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যকর হোক!

পাতলাখাওয়ায় হাতির তাণ্ডব অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিবেদন

পুণ্ডিবাড়ি: শীতের রাতে কোচবিহার-২ ব্লকের সিঙ্গিমারি পাঁচুনিরপার ও খাগরিবাড়ি সহ একাধিক এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুনো হাতির দল। পরপর দু'দিন জলদাপাড়া থেকে পাতলাখাওয়া বনাঞ্চলে ঢুকে পড়া দুটি হাতির হানায় বিঘার পর বিঘা জমির ফসল নষ্ট হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে স্থানীয় কৃষকদের। স্থানীয়রা জানান, ২ জানুয়ারি শুক্রবার গভীর রাতে প্রথমে খাগরিবাড়ি এলাকায় হাতি দুটি প্রবেশ করে। এরপর শনিবার রাতে সিঙ্গিমারি পাঁচুনিরপার এলাকায় তণ্ডব চালায়। আলু খেত, লাউ এবং শিমের মাচা পিষে নষ্ট করে দিয়েছে বুনোরা। অনেক চাষিই মশাল জ্বেলে রাত জেগে জমি পাহার দিলেও, দাঁতালদের সামলানো দুষ্কর হয়ে পরে।

ক্ষতিগ্রস্ত চাষি সুজন সরকার আক্ষেপের সুরে বলেন, "ধারদেনা করে তিন বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছিলাম। শনিবার রাতে দুটি হাতি এসে সব শেষ করে দিয়েছে। এখন ব্যাংকের ঋণ কীভাবে মেটাব বুঝতে পারছি না।"

একই সংকটে পড়েছেন সুভাষ সরকার, গোবিন্দ কীর্তনিয়া ও রতন বিশ্বাসের মতো আরও অনেক কৃষক। তাঁদের দাবি, বন দপ্তর কেবল ক্ষতিপূরণ দিলেই হবে না, হাতি আটকানোর জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই মানুষ-হাতি সংঘাত নিয়ে কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সরকারি নিয়ম মেনে আবেদন করলে দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি, হাতির দল যাতে লোকালয়ে ঢুকতে না পারে, সেজন্য বনকর্মীরা নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছেন।

ঐতিহ্যের 'গচিবুনা' ও স্মরণে গুণীজন

নিজস্ব প্রতিবেদন

জামালদহ: রাজবংশী সমাজব্যবস্থায় জমিতে ধান ও তামাক রোপণের সময় শস্যদেবীর চরণে যে বিশেষ পূজা নিবেদন করা হয়, তাকেই বলা হয় 'গচিবুনা'। আধুনিকতার দাপটে হারিয়ে যেতে বসা রাজবংশী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে মেখলিগঞ্জের জামালদহ লালস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় দু'দিনব্যাপী 'অষ্টম গচিবুনা ভাওয়াইয়া উৎসব'। স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের সুরের মূর্ছনা এবং রসনা তৃপ্ত করা রাজবংশী খাবারের গন্ধে ম ম করছিল উৎসব প্রাঙ্গণ। এবারের উৎসবের মঞ্চ উৎসর্গ করা হয়েছে প্রয়াত বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া সংগীতশিল্পী সিদ্ধেশ্বর রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তোরণ ও নগরীর নামকরণ করা হয়েছে কবিরত্ন শ্যামাপ্রসাদ বর্মনের নামে।

গত ৩ জানুয়ারি শনিবার প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া সংগীতকার কামেশ্বর রায়। অতিথিদের ঐতিহ্যবাহী 'হলদিয়া গামছা' দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, জেলা পরিষদ সদস্য কেশবচন্দ্র বর্মন, জামালদহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গীতা বর্মন।

মঞ্চে ভাওয়াইয়া গানের পাশাপাশি পরিবেশিত হয় রাজবংশী লোকসংস্কৃতির অনন্য অঙ্গ তুক্ষা, মেচেনি এবং কুষান নৃত্য। রবিবারের মূল আকর্ষণ ছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী দীপক বর্মন ও সোনালি বর্মন। এছাড়া ভাওয়াইয়ার 'চটকা' ও 'দরিয়া' বিভাগের প্রতিযোগিতায় অংশ নেন দেশ-বিদেশের বহু শিল্পী। উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজবংশী জনজাতির খাঁটি দেশীয় খাবারের স্টল। ভাওয়াইয়ার সুর শুনতে শুনতে দর্শনার্থীরা ভিড় জমিয়েছিলেন জিভে জল আনা সব খাবারের খোঁজে। ছিল শিদলের অ্যাওটা ও শামুকের হোরপা, শুটকি মাছের ঝাল ও প্যালকা, আর ঐতিহ্যবাহী ছ্যাকা ও হাকুয়া। খাবারের পাশাপাশি মাঠের এক কোণে ছিল রাজবংশী ভাষায় লেখা দুষ্প্রাপ্য সব বইয়ের সংগ্রহ, যা আগ্রহী পাঠকদের ভিড় টেনেছে। উৎসব কমিটির সভাপতি ডঃ কমল রায় জানান, রাজবংশী ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এই উৎসব কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, বরং সব ধর্মের ও সব পেশার মানুষ এখানে মিলিত হয়ে সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছেন।

শিল্পমুখী শিক্ষার প্রসার

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গে শিল্পের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি শিক্ষাকে আরও যুক্তিসম্পন্ন করে তুলতে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, টয়োটা কির্লোস্কার মোটর প্রাইভেট লিমিটেডের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা চুক্তি বা মউ স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ক্যাম্পাসে চালু হতে চলেছে টয়োটা টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম টি-টিইপি। থাকবে কলেজ ক্যাম্পাসে টয়োটার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সাজানো একটি অত্যাধুনিক ওয়ার্কশপ ল্যাবরেটরি। যেখানে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ শেখানো হবে। এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে ব্যবহারিক শিক্ষাকে আরও কার্যকর করে তোলা। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পেশাগত সক্ষমতা বাড়ানো।

সিটু-র নতুন সভাপতি শিলিগুড়ির সুদীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত সিটু-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে সংগঠনের নতুন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শিলিগুড়ির ভূমিপুত্র সুদীপ দত্ত। উত্তরবঙ্গের একজন কৃতি ছাত্র থেকে জাতীয় স্তরের শ্রমিক নেতৃত্ব হয়ে ওঠায় শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গ সুদীপের জন্য গর্বিত।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের প্রাক্তনী সুদীপ দত্ত'র শিক্ষাগত জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বল। কলকাতার সেন্ট পলস কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় সাম্মানিক স্নাতক এবং রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করার পর তিনি ন্যানো ফিজিক্স নিয়ে উচ্চতর গবেষণায় যুক্ত হন। গবেষণার প্রয়োজনে বিদেশ যাত্রার সুযোগ থাকলেও, দেশের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করার লক্ষ্য নিয়ে তিনি সেই উজ্জ্বল পেশার সম্ভাবনা ত্যাগ করে সমাজসেবা ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত হন।

২০১৩ সাল থেকে সুদীপবাবু উত্তরবঙ্গের চা বাগান, পরিবহন এবং ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের স্বার্থে বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। ২০১৭ সালে তিনি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর দায়িত্ব পান এবং পরবর্তীতে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার কারণে জাতীয় স্তরে পদোন্নতি ঘটে। এর আগে তিনি বিদ্যুৎ শিল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত ফেডারেশনগুলোতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি হিসেবে সুদীপ দত্ত তাঁর আগামী কর্মপন্থা সম্পর্কে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন 'শ্রমকোড'-এর ফলে শ্রমিকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে প্রস্তাবিত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে জনমত গঠন করার বিষয়েও তিনি উৎসাহী। উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা এবং বাগানগুলোকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে সেগুলোর টেকসই পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে সর্বদা সরব সুদীপ। সুদীপের এই নতুন দায়িত্ব উত্তরবঙ্গের চা শিল্প এবং শ্রমিক মহলের বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্যা সমাধানে জাতীয় স্তরে এক নতুন কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোপালের বনভোজন

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: শীতের মিষ্টি রোদে পর্যটকদের পিকনিক তো হামেশাই দেখা যায়, কিন্তু এবার তুফানগঞ্জে দেখা গেল গোপালের পিকনিক। এই গোপাল বাড়ির আরাধ্য দেবতা নন, বরং পরিবারের ছোট সন্তান। কারও কোলে বা মাথায় চেপে সটান পিকনিকের মাঠে হাজির হলেন বাড়ির নন্দগোপালরা। তুফানগঞ্জ শহরের ১১ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন কর্মকারপাড়ার একটি মাঠে গত ৪ জানুয়ারি রবিবার আয়োজিত হয় এই অনন্য 'গোপাল বনভোজন মহোৎসব'।

হিন্দু ধর্মে গোপালকে কেবল দেবতা নয়, বরং ঘরের সন্তান হিসেবে গণ্য করা হয়। উদ্যোক্তা নারায়ণ সূত্রধরের কথায়, "সবারই তো বনভোজনে যাওয়ার ইচ্ছা হয়। গোপাল যেহেতু ছোট, তাই ওর ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিতেই এই উদ্যোগ।" এবার উৎসবের আসরে এলাকার প্রায় ৬০টি বাড়ির গোপালকে নিয়ে আসা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা তপন কর্মকার জানান, বনভোজন হলেও গোপাল সেবার রীতিনীতিতে কোনও ত্রুটি ছিল না। সকাল থেকেই বাল্যসেবা, রাজভোগ, হরিনাম সংকীর্তন, পাঠ ও আরতির মাধ্যমে মেতে ওঠেন ভক্তবৃন্দ। এই উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য মাথাপিছু ১০০ টাকা প্রবেশমূল্য রাখা হয়েছিল। ভক্তদের ভিড় আর খোল-করতালের শব্দে মাঠজুড়ে এক আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি হয়।

গোপালদের জন্য এদিন সাজানো হয়েছিল এলাহি মেনু। অন্ন, লাবড়া, শাক ভাজা এবং ফুলকপির তরকারির পাশাপাশি ছিল খিচুড়ি ও লুচি-আলুর দম, মাখন, মালপোয়া ও রসগোল্লা, খেজুরের গুড়ের মিষ্টান্ন, চাটনি ও পাঁপড়। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এই উৎসবের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে তাঁরা আগামী বছরগুলোতেও এই আয়োজন করতে চান।

অকেজো কোটি টাকার জলের পাইপ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: মাথাভাঙ্গা শহরে মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে আসছে একের পর এক অতিকায় কাস্ট আয়রনের পাইপ, আর তা নিয়েই বর্তমানে শহর জুরে সোরগোল ও শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। দুর্নীতির জল্পনাও বাতাসে ভাসছে। শহরের ব্যস্ত কালোয়ারপট্টি থেকে বাজার সংলগ্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের 'আমৃত' প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়াতে এই পুরনো পাইপলাইনের হদিশ মিলেছে। কয়েক দশক আগে কোটি টাকা ব্যয়ে এই পাইপলাইন বসানো হলেও, তা দিয়ে কোনওদিন এক ফোঁটা পানীয় জল শহরবাসীর কাছে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ উঠছে।

মাথাভাঙ্গা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সিপিএম নেতা অরুণ চৌধুরীর দাবি অনুযায়ী, আশির দশকে তৎকালীন বিধায়ক দীনেশ ডাকুয়ার উদ্যোগে এই জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই কাস্ট আয়রনের পাইপ অব্যবহৃত রেখেই তার পাশ দিয়ে নতুন করে অ্যাসবেস্টস পাইপলাইন বসানো হয়। বর্তমানে মাটির নীচ থেকে উঠে আসা এই ২০০-২৫০ মিলিমিটার ব্যাসের পাইপগুলোর বাজারমূল্য কোটি টাকারও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যান প্রবীর সরকার সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর মতে, কোনও বড় কেলেঙ্কারি আড়াল করতেই প্রয়োজন ছাড়াই এই পাইপগুলো মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ঋষিন ঘোষ জানিয়েছেন, এই পাইপলাইন বসানোর উদ্দেশ্য বা সময়কাল সংক্রান্ত কোনও নির্দিষ্ট নথি বর্তমানে দপ্তরের কাছে নেই।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96